CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 04 October 2021 ■ আগরতলা ০৪ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ১৮ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৬৮তম বছরে জাগরণ অভিনন্দনের ঢল

(জাগরণ এর ৬৮তম বছর উপলক্ষ্যে বহু অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপকদের মন্তব্য এখানে যতটা সম্ভব হুবহু তুলে ধরা হল।)

প্রদীপ চক্রবর্তী। প্রবীণ সাংবাদিক

ঘাত প্রতিঘাত, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 'জাগরণ'।এত প্রতিবন্ধকতা র মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া খুবই দুরহ ব্যাপার।শুন্য থেকে আজকের জাগরণে পৌঁছে যাওয়া ভাবাই যায়না।কলেজে পড়তে আসা পরিতোষ বিশ্বাস আজ একজন প্রতিষ্ঠিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র র সম্পাদক। এই উত্তরন সাধারণত দুরহ ব্যাপার।

এ রাজ্যে সংবাদপত্র এখন শিল্প। অথচ আগে তা ভাবাই যেত না।নেশার ঘোরে পত্রিকা করতে গিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছে। যৌবন হারিয়ে গেছে, উন্মাদনা ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও পত্রিকা চালিয়ে গেছেন।অনেক কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আবার ক'জন অর্ধাহারে , ধারদেনা করে পত্রিকা প্রকাশনা চালিয়ে গেছেন। এখনো প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে। জাগরণ কাগজের প্রানভোমরা পরিতোষ বিশ্বাস নানাধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত, এখন তিনি ডায়ালিসিস নিচ্ছেন।এর মধ্যেই জাগরণ প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। উনার একমাত্র সন্তান সন্দীপ বলা চলে এখন জাগরণের সেনাপতির ভূমিকায়। দিন-রাত পরিশ্রম তার একমাত্র সম্বল।তার উপর পরিতোষ বাবু র চিকিৎসা তদারকি করা তো আছেই।

জাগরণের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে,হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে,ই -সংস্করণ হয়েছে।

ভবিষ্যতে হয়তঃ জাগরণ তার বলিষ্ঠ ডানা মেলবে সেটাই প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

সঞ্জীব দেব। নর্থইস্ট কালার্স এর সম্পাদক

জাগরণ ত্রিপুরার ঐতিহ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এই পার্বতী রাজ্যে জাগরণ আলোর মশাল জ্বালিয়েছিল। ৬৮তম বছরে এই প্রাচীন পত্রিকার যাত্রা সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণে এই পত্রিকা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে, তার জন্য আমি গর্বিত। আমি এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। অসুস্থ সম্পাদকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

দিলীপ রঞ্জন দেব। শিক্ষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক বন্ধু পরিতোষ বিশ্বাসের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বাল্যকাল থেকে আমার সাথে বন্ধুত্ব। আমরা দুজনেই বার্ধ্যক্যে উপনিত। বার্ধক্য ও রোগ জর্জজিত দেহ নিয়েও সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত থেকে জাগরণকে তার ঐতিহ্য রক্ষায় অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। অভিনন্দন জানাই।

প্রণব সরকার। সম্পাদক। আগরতলা প্রেসক্লাব

জাগরণ আমাদের গর্বের।

মানস পাল। বরিষ্ঠ সাংবাদিক

আপনি আমাদের অনুপ্রেরণা

দেবাশীষ মজুমদার। সাংবাদিক

জাগরণ আমাদের অতীতের ঐতিহ্য, জাগরণ আমাদের বর্তমানের গৌরব, জাগরণ আমাদের ভবিষৎতের স্বপ্ন। মহাবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা শেষ হলে কম সময়ের জন্য হলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত একজন যুবককে সাংবাদিকতার জগতে যে কাগজটি আমাকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তা হলো জাগরণ। তাই জাগরণের সাথে জড়িয়ে রয়েছে আমার আত্মা। আর যিনি আমাকে প্রথম হাতে কলম ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস। আড়াই দশকেরও বেশি সময় যাবত আমাদের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন, অক্ষুন্ন এবং অমলিন। আর সন্দীপের হাত ধরে তা চলবে প্রজন্মান্তরেও। ঠাকুরের কাছে শুধু প্রার্থনা করি আপনি সর্বদা সুস্থ থাকুন আর আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকুন।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য। বরিষ্ঠ সাংবাদিক

জাগরণ সম্পাদনা করতেন জীতেন দা। শতায়ু হয়ে আমাদের ছেড়ে যান। এমন নির্ভীক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পরিশ্রমী সাংবাদিক খুব কম দেখা যায়। সেই ঐতিহ্য বহন করেছেন শ্রদ্ধেয় পরিতোষ দা। আমি এই কাগজের সাফল্য ও পরিতোষ দার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

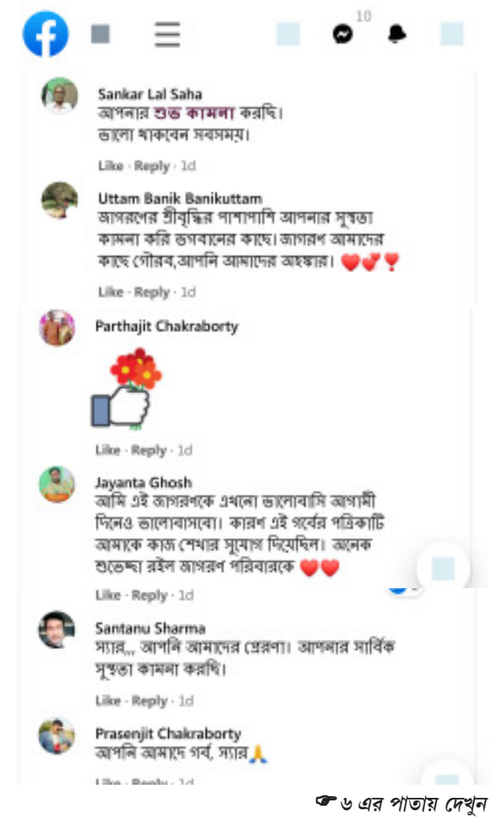

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবাদপত্র অফিসে হামলা ধৃত ব্যক্তি জেল হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। গত ৮ সেপ্টেম্বর আগরতলা শহরে শাসক দলের মিছিল থেকে সংবাদপত্র অফিসে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। এই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা নিয়েছিল। মামলাটি পরবর্তী সময়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে সপে দেয়া হয়। ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্তে নেমে রঘুনাথ লোধ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তাকে আদালতে সোপর্দ করে। আদালত ধৃত রঘুনাথ লোধকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

মেলার মাঠে বিরোধী দলের দুটি দলীয় অফিস এবং সংবাদমাধ্যমের অফিসের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে দুর্বৃত্তরা। সাধারণ মানুষকে মারধোর করে। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় রাজনৈতিক দলের অফিস। ভাঙচুর করা হয় প্রতিবাদী কলম পত্রিকা অফিস। পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্তর নাম রঘুনাথ লোধ। ৪ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে ধৃত রঘুনাথ লোধকে রবিবার আদালতে সোপর্দ করে মামলার তদন্তকারী অফিসার।

বিচারক এইদিন সরকার পক্ষ ও অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর অভিযুক্তকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ৫ অক্টোবর অভিযুক্ত রঘুনাথ লোধকে পুনরায় আদালতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসার নামে বুজরুকির বীভৎসতায় কমলপুরে মর্মান্তিক মৃত্যু স্কুলছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। চিকিৎসার নামে বুজরুকির বীভৎসতায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুরের নোয়াগাওয়ে। অভিযোগ সেখানে নিজেকে চিকিৎসক বলে দাবি করা সুজিত দেবনাথের ভুল চিকিৎসাতেই মৃত্যু হল ওই ছাত্রের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের বাড়ি বিশালগড়ের নেতাজিনগরে। নাবালক স্কুলছাত্রের নাম দেবাশীষ নমঃ। সে দশম শ্রেণীর ছাত্র। তার পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, দেবশীষ হাটাচলা করতে পারত না। বসেই থাকতে হত তাকে। তারপরও সে পড়াশুনা চালিয়ে যেত। দশম শ্রেণীর ওই ছাত্রকে রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়েছে। কিন্তু, কোন উন্নতি হয়নি। তারপর একজনের সাথে আলাপচারিতায় উঠে আসে কমলপুরের নোয়াগায় এলাকার চিকিৎসক সুজিত দেবনাথের নাম। চিকিৎসক নামধারী সুজিত দেবনাথের সাথে ওই স্কুলছাত্রের পরিবারের লোকজন যোগাযোগ করেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন দেড় বছরের মধ্যে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবেন। এমনকি রোগী হাটাচলাও করতে পারবে। তবে সেজন্য ছয় লক্ষ টাকা ওই চিকিৎসককে দিতে হবে। চিকিৎসকের এই আশ্বাসে রোগীর পরিবারের লোকজন যেন মরুভূমিতে জলের সন্ধান পেলেন। আগেপিছে কোন চিন্তা ভাবনা না করেই ছয় লক্ষ টাকা দিতে রাজী হয়ে যান তারা।

সেই মোতাবেক গত ২৮ সেপ্টেম্বর রোগী তথা স্কুলছাত্র দেবাশীষ নমঃকে বিশালগড় থেকে নিয়ে যাওয়া হয় কমলপুরের নোয়াগাওয়ের চিকিৎসক সুজিত দেবনাথের কাছে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক রোগীকে দেখে বলেন তাকে অন্তত পাঁচদিন তার হেফাজতে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে। পরিবারের লোকজন তাতেও রাজী হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করা হয় চিকিৎসা। রোগীকে দুটি ইঞ্জেকশন দেয়া হয়। দুটি ইঞ্জেকশনের মূল্য ধরা হয় আটত্রিশ হাজার টাকা। তাছাড়া ইঞ্জেকশন পুশ করার জন্য মূল্য ধার্য্য করা হয় পনের হাজার টাকা। সেদিন রোগীর পরিবার নগদে ত্রিশ হাজার টাকা চিকিৎসককে দিয়েছেন। তারপর থেকে শুরু হয় ওই চিকিৎসকের বুজরুকি। স্কুলছাত্র দেবাশীষ নমঃকে সুজিত দেবনাথের একটি ঘরে রেখে চিকিৎসার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল টিআরবিটির টেট-২ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। টিআরবিটি পরিচালিত টেট পেপার-টু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। এদিন দুপুর ১২ টা থেকে শুরু হয় পরিক্ষা গ্রহণ। পরিক্ষা শেষ হয় দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে। সমগ্র রাজ্যে ৬৩ টি পরিক্ষা কেন্দ্রে টেট পেপার-টু পরিক্ষায় বসার কথা ১৫ হাজার ৫৪৩ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪,৪৩৯ জন। অর্থাৎ ৯২ শতাংশের অধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে।

ধলাই জেলায় ৭ টি পরিক্ষা কেন্দ্রে। গোমতি জেলায় ৬ টি পরিক্ষা কেন্দ্র। খোয়াই জেলায় ৯ টি পরিক্ষা কেন্দ্র। উত্তর জেলায় ৬ টি পরিক্ষা কেন্দ্র। সিপাহীজলা জেলায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালীবাজারে একরাতে তিন দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। লেফুঙ্গা থানাধীন কালীবাজারে একরাতে তিন দোকানে হানা চোরেদের। নারায়ন বিশ্বাসের সারের দোকান, শচী কুমার সরকার পান দোকান এবং তপন পালের ইলেকট্রিক্যাল পার্সের দোকানে হানা দেয় চোরেরা। যদিও নারায়ন বিশ্বাসের দোকানের দরজার সম্পূর্ণ ভাঙতে অসমর্থ হয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি চোরেরা। কিন্তু শচী কুমার সরকারের দোকানে দরজা ভেঙে প্রবেশ করে নগদ অর্থ সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল। অন্যদিকে তপন পালের দোকানে সিলিং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না, সমস্ত প্রধান উপ-প্রধানদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। যেখানেই অনিয়ম ও গাফিলতি মিলবে, সেখানে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমস্ত প্রধান ও উপ প্রধানদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। আজ ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় এ ভারতীয় জনতা পার্টির উন্নয়ন যাত্রা সমাবেশে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন,সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর, প্রধান এবং উপপ্রধানদের জন্য পাঁচ হাজার পর্যন্ত সাম্মানিক প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। যে দায়িত্ব তাদের উপরে ন্যস্ত আছে, জনগণের স্বার্থে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এক এক করে কাজের হিসাব নেওয়া হবে। যে কোনো দলের সমর্থকই হোক না কেন। প্রয়োজনে সেই ব্যক্তিকে বৈধ ভাবে অপসারিত করা হবে। তবুও, মানুষের কাছে সুযোগ পৌঁছে দিতে কোনো ধরণের অনিয়ম বরদাস্ত কড়া হবে না।

তিনি বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সমস্ত সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ প্রধানদের এই দায়িত্ব ভার প্রদান করা হয়েছে, তাদের গাফিলতির কারণে যদি কোন ব্যক্তি বঞ্চিত হন, সেক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে। সবাইকে ন্যায় প্রদান করাই হল অন্যতম মন্ত্র। তার পাশাপাশি, জল জীবন মিশনের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে ২০২২ এর ডিসেম্বরের মধ্যে পানীয় জল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে সাজিয়ে তোলার রণকৌশল নিতে কংগ্রেসের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। আসন্ন শারদ উৎসবের পর ঘোষণা করা হতে চলেছে পুর নির্বাচন। তাই ইতিমধ্যে সব রাজনৈতিক দল সাংগঠনিক দিক সাজিয়ে তুলতে চলেছে। পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব নেওয়া বীরজিৎ সিনহা নতুন করে সংগঠনকে সাজিয়ে তুলতে রণকৌশন তৈরি করেছে।

রবিবার দুপুরে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে দলীয় বৈঠক সংঘটিত করে প্রদেশ কংগ্রেস। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তিনি বলেন তিনি সভাপতি পদ গ্রহণ করে এদিন প্রথমবার বৈঠকে বসেছেন। বৈঠকে আগরতলা পুর নিগম এলাকার বিভিন্ন সমস্যার নিয়ে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের সাথে আলোচনা করা হয়। এবং আগরতলা পুর নিগমে মানুষের কি সমস্যা রয়েছে সেই বিষয়ে অবগত হয়েছেন।

এর উপর একটি দাবি সনদ তৈরি করা হবে। মানুষ যেহেতু সরকারকে কর দিয়ে সুবিধা পাচ্ছে না তাই আন্দোলনের নামা ছাড়া আর কোন পথ নেই। মানুষের সুবিধাগুলি মানুষ ফিরে পাওয়ার জন্য সদর এলাকায় ১৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে বিজেপি সাথে মোকাবিলা করা হবে বলে জানান তিনি। এবং আগামী নির্বাচনে কিভাবে দল লড়াই করবে সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বীরজিৎ সিনহা। এদিন বৈঠকে ব্লক কংগ্রেসের সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের দাবীতে মুঙ্গিয়াকামীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত আঠারমুড়া এডিসি ভিলেজের ৪৭ মাইলএলাকায় গিরি বাসীদের বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সমস্যা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় প্রতি নিয়ত। বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের দাবিতে মুঙ্গিয়াকামি এলাকার জনজাতি রা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে দীর্ঘ সময় ধরে এর ফলে প্রায় প্রতি নিয়ত যানবাহন থেকে শুরু করে পথচলতি জনগণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিন্তু প্রশাসন এক প্রকার নীরব দর্শকের ভূমিকায় তাদের সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন সময় গিরি বাসীদের আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

একপ্রকার বাধ্য হয়ে ফের একবার পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল গিরিবাসীরা। ঘটনা রবিবার মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ৪৭ মাইল এলাকায়। খবরে প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরে ৪৭ মাইল এলাকার গিরিবাসীরা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে। একই সাথে বিদ্যুতের সমস্যাও রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে বহুবার যানিয়েও কোন সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। পরে এক প্রকার বাধ্য হয়ে রবিবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা থেকে শুরু হয় তাঁদের অবরোধ। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলে। ফলে জাতীয় সড়কের দুপাশে অসংখ্য যানবাহন আটকে পরে।

দেখা দেয় যাত্রী দুর্ভোগ। খবর যায় মুঙ্গিয়াকামি থানায়। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি ছুটে আসে প্রশাসনের অধিকারিকরাও। তাঁরা এসে গিরিবাসীদের সাথে দীর্ঘক্ষন কথাবার্তা বলেন। কিন্তু প্রথমে কোন ভাবেই গিরিবাসীদের মানাতে পারেনি প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরে জলের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার টিআরবিটি পরিচালিত টেট-২ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রার্থীদের ভীড়। ছবি নিজস্ব।

কল্যাণপুরে চৌদ্দ বছর বয়সী নাবালিকার বিয়ে ভাঙল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। সবেমাত্র চৌদ্দ বছর পাঁচ দিন। শিক্ষাজীবনের প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু সব কিছুকেই পেছনে ঠেলে ঘরের মেয়েকে পরের হাতে তুলে দিতে তৎপর পরিবার-পরিজনরা। যদিও আইনি বেড়াজালে খবর লেখা অব্দি নাবালিকা মেয়ে অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। রবিবার ঘটা করেই কল্যাণপুর থানা এলাকার পূর্বকল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন অমর কলোনি শরণার্থী শিবিরে নিজের আস্তানায় বিয়ের আসর তৈরি করেছিল জনৈক ব্যক্তি। সকাল থেকেই বাড়িতে সানাইয়ের সুর অন্যদিকে ডিজে সাউন্ড সরগরম। পাড়াপড়শি নিমন্ত্রনেও খামতি নেই। বাড়ির এক কোণে সুসজ্জিত বিয়ের কুঞ্জ অন্যদিকে ঢালাও ভুরিভুজের উপকরণে প্রস্তুতি পর্ব জোর গতিতে এগোচ্ছে।

মোটামুটিভাবে বিয়ের প্রাক-প্রস্তুতি সবটাই চূড়ান্ত। কিন্তু ঘড়িতে বেলা দুইটা বেজে ত্রিশ মিনিট। হঠাৎ এই গোটা বাড়ি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা থেকে চাইল্ড লাইনের এক দঙ্গল কর্মকর্তা। তলব করা হয় বাড়ির গৃহকর্তা গৃহকর্তীসহ হবুবধুকে। প্রাণচঞ্চল লোকে লোকারণ্য বিয়ে বাড়ি যেনো হঠাৎই থমকে পড়ে। অনেক চেষ্টায় গৃহকর্তা জানান দেয় বাড়িতে নিজের মেয়ের বিয়ের জন্যই গোটা আয়োজন। মহকুমা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট পাত্রীর বয়সের প্রমাণপত্র দেখতে গিয়েই সকলের চক্ষু চড়কগাছ। কেননা পাত্রী সবেমাত্র চৌদ্দ বছর পাঁচ দিন আজ। বিয়ে ঠিক হয় খোয়াই থানা এলাকার পহরমুরা গ্রামের রাজমিস্ত্রী তাপস পালের সাথে।

প্রশাসনের তরফে সাথে সাথেই বরের বাড়িতেও পুরো ঘটনা জানিয়ে দেয় এবং আইন বহির্ভূতভাবে বিয়ে মঞ্চস্থ না করার ফরমান জারি করে। এদিকে চাইল্ড লাইন ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পাত্রীপক্ষের সাথে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের আইনবহির্ভূত বিয়ে না দেওয়ার অনুরোধ জানায়। পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ের আগে মেয়েদের বিয়ে দিলে পারিপার্শ্বিক পার্শ প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা নিয়েও সম্যক ধারণা দেয়। দীর্ঘ সময় শেষে কন্যাপক্ষ আজকের নির্ধারিত বিয়ে বন্ধ করে দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং মুসলেকা দেয়। কাগজে-কলমে আমরা সভ্য। সভ্যতার অহংকার আমাদের চলনে-বলনে কিংবা কথিত সমাজ দরদী আমরা। কিন্তু এর পরেও আমরা সমাজ সংস্কারে কিংবা সমাজের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে কতোটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারছি ? এই প্রশ্ন কিন্তু বারবার উঁকি দিচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের সমাজে নাবালিকা মেয়েদের বিয়ের দেওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে হয়তো প্রশাসন কিংবা পুলিশ বিয়ে রুখে দিতে পারছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের মধ্যে এখনও নাবালক- নাবালিকাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরিণের মাংস বিক্রি করার অপরাধে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ অক্টোবর।। একটা সময় ছিল আঠারমুড়া পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে পাওয়া যেত হরিণ। যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায় বললেই চলে। এদিকে রাজ্য বনদপ্তর এর উদ্যোগে শনিবার থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ চলছে। আর এর মধ্যেই রবিবার বিকেলে হরিণের মাংস বিক্রি করার অপরাধে গ্রেফতার এক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট স্থিত তুইমধু বাজারে।

খবরে জানা যায়, রবিবার বিকেলে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথের নিকট গোপনে খবর আসে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার চাকমাঘাট স্থিত তুইমধু বাজারে এক মাংসের দোকানে হরিণের মাংস বিক্রি হচ্ছে। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা সাদা পোশাকে তুইমধু বাজারে গিয়ে ৩২ বছর বয়সি সেলেন দেববর্মার দোকান থেকে মোট আটটি প্যাকেট হরিণের মাংস সহ হরিণের পা, লেজ এবং চামড়া উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরে নিয়ে আসে। এবং তাকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে তার সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে। যদিও শেষ খবর লেখা পর্যন্ত সেলেন দেববর্মাকে বনকর্মীরা জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালেও সে এখন পর্যন্ত মুখ খুলতে নারাজ।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ জানিয়েছেন, বন্যপ্রাণী হত্যার দায়ে সেলেন দেববর্মার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করা হবে এবং সোমবার খোয়াই আদালতে প্রেরণ করা হবে।তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয়া দেবনাথ জানিয়েছেন, অনুমান করা যাচ্ছে এই হরিণটি বারকিং ডেয়ার যার চলতি ভাষায় নাম ছাগলি হরিণ।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩ ▫ ৪ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ১৮ আশ্বিন▫ সোমবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বেসরকারি স্কুলের ফি

বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল করোনাকালে যখন স্কুল বন্ধ ছিল তখনকার সময়ের স্কুল ফি সহ যাবতীয় ফি অভিভাবকদের কাছ হইতে আদায় করিতেছে বেসরকারি স্কুল গুলি। করোনা পরিস্থিতিতে অনেকের রোজগার শূন্যের কোঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাহাদের অনেকের পক্ষেও বকেয়া স্কুল ফি মিটাইয়া দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কথা মাথায় রাখিয়া ধারদেনা করিয়া অনেকেই বকেয়া মিটাইয়া দিয়াছেন। বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতে নয় সারা দেশেই এই সমস্যা রহিয়াছে। সরকার অবশ্য এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে স্কুল ফি জমা দিতে বাধ্য হলেও গাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে কিছুটা কমাইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ উপস্থাপন করিয়াছেন অভিভাবকরা। স্কুল যখন বন্ধ ছিল তখন যানবাহন চলাচল করে নাই গাড়ির তেল পুরানো হয় নাই। শুধুমাত্র গাড়ির চালকসহ চালকদের বেতন-ভাতা মিটাইয়া দিতে হইবে। সেই কারণে গাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ টাকা দিতে হইয়াছে। অনেকের পক্ষে এই তাকাও মিটাইয়া দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপূজার দূরগোড়ায় অনেকেই টাকা মিটাইয়া দিতে পারতেছেন না।এই সংক্রানত বিষয় নিয়া প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অভিভাবকরা আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন। কেননা,বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের ফি বিতর্ক কিছুতেই মিটিতেছে না। তবে এই বিতর্ক যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, কোনও শিক্ষার্থীকে এই কারণ দেখাইয়া বোর্ডের বা বার্ষিক অথবা অন্তর্বর্তী পরীক্ষায় বসিবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাইবে না। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ যে রায় দি আছে তাহা নিঃসন্দেহে ছাত্র স্বার্থে সহায়ক হইবে। গত বছর পুজোর আগে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়াছিল, তাহাকে সামনে রাখিয়া করোনা পর্বে যে সব পরিষেবা শিক্ষার্থীরা পায়নি, তাহার জন্য স্কুলগুলি ফি আদায় করিতে চাইছে বলিয়া অভিযোগ। অন্যদিকে, অভিভাবকদের একাংশ এই সুযোগে স্কুল ফি জমা দিতেছেন না বলিয়া পাল্টা অভিযোগও রহিয়াছে। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশে এদিন যে সব নথি জমা পড়িয়াছে, তাহা খতিয়ে দেখিয়া বেঞ্চ বলিয়াছে, শিক্ষার্থীদের কাছে স্কুলগুলির বকেয়ার পরিমাণ বহু কোটি টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। স্কুলগুলির বক্তব্য, এই টাকা না পাইলে আগামী দিনে স্কুল চালানোই দুষ্কর। এমনকী উৎসবের মরশুমে কর্মীদের বোনাস দেওয়াও কঠিন হ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরিষেবা না পাইলেও স্কুলগুলি সেইসব খাতে ফি দাবি করায় প্রতিবাদ জানাইয়া আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা হইয়াছে। সেগুলিও বেঞ্চ পর্যালোচনা করিবে। এদিন বেঞ্চ বলিয়াছে, স্কুল যত টাকা চাইছে, তার সবটাই শিক্ষার্থীদের জমা দিতে হইবে। ফি'য়ের যে অংশ নিয়া আপত্তি আছে এবং যে অংশ নিয়া আপত্তি নাই, দু'টিই আলাদা আলাদাভাবে জমা করিতে হইবে। পাশাপাশি লিখিতভাবে তাহা জানাইতে হইবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। ফি'য়ের যে অংশ নিয়া আপত্তি নাই, সেই টাকা স্কুল সরাসরি নিজের কাজে লাগাইতে পারিবে। বিতর্কিত খাতের টাকা জমা করিবে আলাদা অ্যাকাউন্টে। কিন্তু, এই দু'টি খাতের টাকাই ২৫ অক্টোবরের মধ্যে জমা করিতে হইবে শিক্ষার্থীদের।

বেঞ্চের নির্দেশ, কোন স্কুলে কত টাকা জমা হইল, তাহা পরবর্তী শুনানির দিন হলফনামা দিয়া জানাইতে হইবে। কারা এরপরেও স্কুল ফি দেয়নি, সেই তালিকা এবং তাহাদের থেকে কত পাওনা, তাহাও সেখানে উল্লেখ করিতে হইবে। তবে আদালত আগে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিল, তাহা আপাতত স্থগিত থাকিবে বলিয়া জানাইয়াছে বেঞ্চ।শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যার সমাধানে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

টানা বৃষ্টি ও হাতির তান্ডবে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের ধান জমির বেহাল অবস্থা

ঝাড়গ্রাম, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : একই টানা বৃষ্টির ফলে জঙ্গলমহলের ঝাড়্গাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের ধান জমির বেহাল অবস্থা। অন্যদিকে দলমার দাঁতালদের তান্ডব। যার ফলে ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষকেরা। ঝাড়্গাম জেলার গিধনী রেঞ্জের ঝাড়খন্ড সীমান্ত লাগুয়া আমতলিয়া বীট এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ২৩ থেকে ২৫ টি হাতি তান্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে গত কয়েকদিন ধরে আমতলিয়া বীটের বড়ডাহি, আমতলিয়া, বাঘাখন্দর এলাকায় হাতি গুলি রয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ সন্ধ্যা নামলেই খাবারের খোঁজে হাতি গুলি লাইন দিয়ে ধান জমিতে নেমে পড়ছে। হাতি দল ধান গাছ গুলিকে খেয়ে, পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করছে। হাতি তাড়ানোর জন্য বনদফতরকে খবর দেওয়া হলেও বনকর্মীরা হাতি তাড়ানোর কোনো রকমের ব্যাবস্থা করেনি বলে অভিযোগ। এদিকে হাতি, অন্যদিকে মেঘবৃষ্টি এই দু এর মাঝে পড়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা কৃষকদের। এবছরের ধান কৃষকেরা আদৌও ঘরে তুলতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে জঙ্গলমহলের কৃষকেরা। কৃষকদের দাবি এই সময় ধানের ফলন আসতে শুরু করে। আর এই সময় হাতির দল ধান গুলি খেয়ে নিলে আর ফলন হবে না। আর অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে এমনিতেই ধানের বেহাল অবস্থা বেহাল বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা।

অন্যদিকে, এদিন রবিবার সকালে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বিভিন্ন গ্রামীন এলাকায় ঢুকে খাবারের সন্ধ্যান করে শান্ত স্বাভাবের রামলাল বা খুঁড়ো হাতিটি। এদিন সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে আলামপুর হয়ে নদীর ধরে পিড়াশিমুল, টোপগেড়িয়া, বাকড়া গ্রামে আবার জঙ্গলে প্রবেশ করে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে হাতিটি একটি মাটির বাড়ির চালা ভেঙ্গে চালের বস্তা খেয়ে সাবাড় করে। এছাড়াও বাড়ির বেশ কিছু আসবাবপত্র ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, ঝাড়্গাম জেলার বিভিন্ন জঙ্গল লাগুয়া গ্রাম গুলির বাসিন্দারাদের মনে সন্ধ্যা নামলেই হাতি আতঙ্ক লেগে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে জঙ্গলমহলে হাতির সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে জঙ্গলের পরিধিও। যার ফলে সারা বছর ধরে হাতির তান্ডব লেগে রয়েছে। যদিও বনদফতরের দাবি হাতি এলাকায় এলেই ড্রাইভ করানো হয়। অনেক সময় হাতি গুলি মুভমেন্ট না থাকলে ড্রাইভ করানো যায় না। বনদফতর জানিয়েছে যে সব কৃষকদের ফসল ক্ষয়ক্ষতি করছে তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপুরন পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের চোখে বিদ্যাসাগর

প্রবীর মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারভ হয়েছিল শৈশবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বির বইটি পড়ার স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন, "কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে পাতা নড়ে" তখন "কর, খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, "জল পড়ে পাতা নড়ে"। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম বিদ্যাসাগর উদ্ভাসিত হয়েছেন "শিশুমন আবিষ্ট করা, শিশুপাঠ্য রচয়িতা একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বরূপে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে আদিকবির তিরোধানের একুশ বছর পরে প্রকাশিত বই "জীবনস্মৃতিতে। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৩ইবিদ্যাসাগরের ত্ত স্মরণসভায় সাংবাৎসরিক অধিবেশনে বিডন স্ট্রিটের এমারেল্ড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন বিদ্যাসাগর চরিত্র শিরোনামে প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি পড়ে চরিত্রপূজা গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়।

আলোচনা বইদুটির সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় বিদ্যাসাগর সাহিত্যসাধক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক। বিদ্যাসাগর তার সময়ে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, সামাজিক-ত্ত পারিবারিক অধঃপতন, আর্থিক কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে অসীম কষ্ট ও ধৈর্য্য সাধনার পথে সাতার কেটেছেন- যা স্মরণ করেছেন।

সামাজিক এবং পারিবারিক মধ্যেও বিদ্যাসাগরের ব্যাপ্তি ছিল সমাজ সংস্কার এবং সাহিত্যচর্চায়। এছাড়া শিশুর পাঠচর্চা, বাংলা অভিধানের প্রাথমিক গবেষণা, আইনি প্রক্রিয়ায় নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনাও তিনি করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-চর্চায়, লেখায়, বক্তৃতায় সে সব তথ্য নিপুণ বিন্যাস-বিশ্লেষণে- উপরন্ত তার কথোপকথনে, গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এমনকী বিদ্যাসাগরেরা প্রসঙ্গ টেনেও কথা বলেছেন। শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তীর গৃহশিক্ষক রামসর্বস্য ভট্টাচার্য ইংরেজি বই বাংলা করে বলে যেতেন এবং শিশুছাত্র রবীন্দ্রনাথকে সেইসব মৌখিক গদ্য অনুবাদ থেকে কাব্য লেখার জন্য তাগাদা দিতেন। আর শিক্ষক যে সব অনুবাদে ভাষা, বানান পরীক্ষা করতেন। এই মম্যাকবেথ' চর্চা করতে হয়েছিল। সেখানেই ঘটনার সমাপ্তি ঘটেনি। রামসর্বন্ধ ভট্টাচার্য ছিলেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের হেড পণিত। তিনি ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে ম্যাকবেথ, বাংলায় অনুবাদ করে বলে দিতেন। এরপর বলতেন বাংলা ছন্দে তার তরজমা করতে। সেই তরজমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রবিকে ঘর বন্ধ করে রাখতেন। "ম্যাকবেথ" তরজমা শেষে শিক্ষক গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে। সেখানে বাংলা ছন্দে লেখা "ম্যাকবেথ" পড়ে শোনানোর দায়িত্ব পালন করলেন রবীন্দ্রনাথ। "জীবনস্মৃতি'র পরে পড়া" অধ্যায়ে তিনি লিখলেন- "তখন তীহার কাছে রাজকৃষমুখোপাধ্যায় বসিয়াছিলেন। পুস্তকে ভরা তাহার ঘরের মধ্যে টুকিতে মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল, তা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা তো আমি পাই নাই- অতএব, এখন হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ কবি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম চরিত্রপূজার মুদ্রিত বিদ্যাসাগরচারিত নামের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরকে পরিচিত করিয়েছেন "ঘথার্থ সম্পূর্ণ মানুষ বলে। তার ভাবায়, "বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারবার মনে কবি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম চরিত্রপূজার মুদ্রিত বিদ্যাসাগরচারিত নামের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরকে পরিচিত করিয়েছেন "ঘথার্থ সম্পূর্ণ মানুষ বলে। তার ভাবায়, "বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশ বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।" বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপার মুগ্ধতার কথা। যেমন, "তাহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা, "বাংলা ভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব", "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন", "তিনি বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন" "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন "বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে অতিশয় বিরল। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা আন্দোলন, অধ্যাপনা, বেখুন কলেজের দায়িত্ব পালন, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপকের দায়িত্ব সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে দেবার বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রে লোক ছিলেন।" "একান্নবতী পরিবারের বহু ভারাক্রান্ত যন্ত্রে তাহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্য পোষণ করিয়া দিতে পারে নাই।" সাংসারিক জটিলতার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের দৃঢ়চেতা মনোভাব রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এসেছে। প্রবন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণ বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু একথা তাহারা স্থির জানিবেন- এখানে জননীর চরিত্রে এবং পুত্রের চরিত্রে প্রভেদ নাই, তাহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তীহার পুত্রের চরিত্রে, এবং সে লেখায় তাহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব বিদ্যাসাগরের জীবনে তাহার হইয়াছে তাহা ভালোরূপ

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কোভিড টিকাকরণ ও তৃতীয় ডোজের যৌক্তিকতা

বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী

বিশ্বের ইতিহাসে মহামারির বা অতিমারির ঘটনা অতীতেও দেখা গেছে এবং সেসব প্রতিরোধে লানা টিকা বা ভ্যাকসিন আবিদ্ধার হয়েছে। যেমন গুটিবসন (১৭৯৮), প্লেগ (১৮৯৪), কলেরা (১৮৯৬), বক্ষা (১৯২৭), পীতজবর (১৯৩৫), ইনফ্লুয়েগা (১৯৩৬), জাপানিজ এনকেফালাইটিস, হেপাটাইটিস-এ ইত্যাদির টিকা আবিষ্কার। এই পর্যন্ত বিভিন্ন অংক্রামক (রোগের ৩২টি টিকা আবিষ্কার হয়েছে। যার মধ্যে ২০টি ভাইরাস, ১০টি ব্যাকটেরিয়া ও দুটি ব্যাকটেরিয়াল টকন জাতীয় সংক্রমক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। সার্স কোভ-২ ভহরাস দ্বারা দুনিয়া ভড়ে ২০২০ সাল থেকে অতিমারি শুরু হয়েছে এবং এখনও যে রোদ্ররূপ দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে অসংখা বিজ্ঞানীর নিরলস চেষ্টায় মাত্র এক বছরের মধ্যে গত ডিসেম্বর ২০২০ প্রয়োজনীয় টিকা তৈরি করা গোছে। এত অল্প সময়ে আগে কোলো টিকা আবিষ্কার করা যায়নি।

বিশ্বের বিভিন্ন সাস্থা, যেমন আমেরিকার ফাইজার, ব্রিটেনের অ্যাস্ট্রোজেনেকা ভারতের হায়দ্রাবাদে ভারত বায়োটেক কোম্পানির কোভাক্সিন, পুণের সিরাম ইনস্টিটিউটের কোভিশিল্ড, জনসন আন্ড জনসনের মভার্না চিনের সিনোভাক, রাশিয়ার স্পুৎনিক-ভি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এই (রাগের আক্রমণ থেকে বাঁচার জনগ্ন টিকা তৈরি করছে। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলো দাবি করেনি যে তাদের তৈরি টিকা নিলে এই রোগ প্রতিরোধ করতে ১০০) কার্যকর।

বিভিন্ন টিকা উৎপাদনকারী সংস্থা উৎপাদিত টিকার কার্যকারিতা যা প্রচার করে থাকেন তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হল। ফাইজার- ৯৪.৫০ শতাংশ মর্ভানা-৯৪.১০)৪, স্পুৎনিকভি - ৯২৮ কোভ্যাক্সিন-৮১১/,কাভিশিল্ড-৭৬ শতাংশ। এই কার্যকারিতা অবশ্যই দেখা যাবে টিকাগুলোর দুটি ডোজ নেওয়ার পর। দুটো ডোজ নেওয়ার মধ্যে কতদিন ফারাক থাকবে তা নিয়ে অবশা মতাভেদ আছে। দু-একটি প্রতিষ্ঠান দাবি করছে তাদের তৈরি এক ডোজ নিলেও কোভিভ আক্রমণ ঠেকাতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাক এই টিকা কীভাবে কোভিড আটকায়। সাহাধ্য করে। বিভিন্ন রকমের ভ্যাকসিন নানাভাবে দেহের সুরক্ষা দেওয়ার জনা কাজ করে। ভ্যাকসিন শরীরে প্রবেশ করার পর সেটি দেহকে মেমোরি টি লিম্ফোসাইটের পাশাপাশি লিম্ফোসাইট সরবরাহ করে' যাতে ভবিষাতে সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জনা মনে রাখবে। এই ভ্যাকসিন প্রবেশ করার পর দেহের কোষগুলো ভাইরাস প্রোটিনের প্রতিলিপি তৈরি করে এবং তারা ভ্যাকসিন থেকে জিনগত উপাদানগুলো নষ্ট করে। তাছাড়া আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ বাবস্থা বুঝতে পারে যে প্রোটিনটি (সখানে থাকা উচিত নয়। টি লিকোসাইট ও আন্টিবডি তৈরি করা শুরু করে ও তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি হয়।

২০১৯ এর ডিসেম্বর মাসের চিনের উহানে এই সংক্রমণ প্রথম দেখা দেওয়ার পর এ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ২১৯,৭০,৪২,৬৭৮ জন লোক এই সংক্রমণে আক্রান্ত হয়োছে, ৪৫,

১২৫৫৩ জন লোক মারা গেছে। আমাদের দেশে ৬,২৬৭৯৫,০০০ জন লোক আক্রান্ত হয়েছে, ৪,৬৭, ৮৩০৩ জন যারা গেছে (২৯, ০৮.২১ তারিখের নিরিখে)। বিশেষজ্ঞদের অনোকের অভিমত প্রকৃত চিত্রটি আরও ভয়ারহ। এছাড়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেকের ক্ষেত্রে এই রোগে আক্রান্ত হলেও তাদের রোগের উপসর্গগুলো প্রকট হরে দেখা যায় রোগটির নিরূপণ রা পরীক্ষা যখন বহুক্ষেত্রে দুঃসাধা হয়ে পড়ে, সেখানে প্রকৃত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আমরা জানতেই পারছি না। রক্ত পরীক্ষায় (এটি সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে) যা জানা গেছে, তা ইঙ্গিত দেয় যে, সরকার প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার অনেক ফারাক। এই সংক্রমণ রুখতে টিকাকরণের যে আয়োজন করা হয়েছে তাতে বর্তমান পরিস্থিতিটি নিম্নরূপ (কোটি সংখ্যা) একটি ডোজ দুটি ডোজ মোট জনসংখ্যার হয়েছে শতাংশ হিসাবে বিশ্বে ৩১২.৮৬ ২০৯.৯৮ যথাক্রমে ৪০.২৯ শতাংশ ও ২৬.৯০ শতাংশ ভারতে ৪৮.৮২, ১৪.৪৪ যথাক্রমে ৩৫.৭০ ও ১০.৬০ শতাংশ স্বভাবিকভাবেই দরিদ্র দেশগুলিতে টিকাকরণ ধনী দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। আমাদের দেশে এখন মাত্র দুটো প্রতিষ্ঠান টিকা তৈরি করছে। মনে হয় এই দুই প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার সুযোগ করে দিতেই এদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ) টিকা তৈরি করার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। বর্তমানে যদিও এই অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। এদেশে টিকা বিক্রি করে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বিপুল আর্থিক মুনাফার সযোগ করে দ্যেয়া হয়েছে, অথচ পৃথিবীর নানা দেশে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে দুটি ডোজ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

২০২০ সালে শুরুর দিকে যখন এই ভাইরাসটি দেখা যায়, তারপর একটি বহুবার মিউটেশন হয়েছে। মিউটেশনের দ্বারা যে পরিবর্তিত ভাইরাস তৈরি হয় তাকে বলে ভ্যারিয়েন্ট। কিন্তু পরিবর্তিত রূপগুলো অনেকেই বিস্ক্রিয় বা অবলুপ্তি হয়েছে। আবর এমন কিছু নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়েছে যা কিনা আরও বেশি সংক্রামক ও ক্ষতিকর, যেমন আলফা, বিটা, ডেল্টা, মিউ ইত্যাদি।

এদিকে টিকার দুটি ডোজ নেওয়ার পরেও অনেকে কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে, এমনকী মারাও যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানী ও ওটিকা প্রস্ততকারী সংস্থাগুলি তৃতীয় আরেকটি বুস্টার ডোজ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ তৃতীয় ডোজ দেওয়া শুরু ও হয়ে গেছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, মিউটেশনের মাধ্যমে সার্ভ-২ এর নানা ভ্যারিয়েন্টকে দুটি ডোজে প্রতিহত করা যাবে না, বিশেষত ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টকে। এবার আসা যাক তৃতীয় ডোজ নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা ও নানা অভিমতের প্রসঙ্গ। ক্রমবর্ধমান কোভিজ ইমিউনিটি এবং সার্স কোভ-২ ভ্যারিয়েন্টে বিভিন্ন দেশে নতুন করে সংক্রমণ বিজ্ঞানীদের এখন ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু দেশে সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া লোকদের আরও ভ্যাকসিনের অর্থাৎ তৃতীয় বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সার্স কোভি-২ ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আতঙ্ক, ইসরায়েল, চিন এবং রাশিয়া সহ কিছু দেশে অতিরিক্ত ভ্যাকসিনের ডোজ প্রয়োজ করতে রাজি হলেও, অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের কাছে এটা স্পষ্ট নয় যে সব লোকের তা আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। তাই মূল প্রশ্ন, তৃতীয় বুস্টার ডোজ দেওয়া জরুরি কি? ডেল্টা ভওারিয়েন্টের কারণে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কোবিড-১৯ ভ্যাকসিন দ্বারা সৃষ্টি ইমিউনিটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম হয়ে যেতে পারে, এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। কিছু দেশে যে সব লোকের দুটো ভওাকসিনের ডোজ দেওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে তাদের আরও ডোজ দেওয়া হবে কিনা, এই মুহূর্তে সেটাই ভাবনা।

ইতিমধ্যে জার্মানি এবং ইসরায়েল বুস্টার -শর্ট প্রোগ্রামের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, চিন এবং রাশিয়ায় অতিরিক্ত ডোজ দেওয়া শুরুও হয়ে গেছে। গত ৪ আগস্ট, ২০২১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্তত সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ডোজের ওপর স্থগিতাদেশের পরামর্শ দিয়েছে। এখন দেখা যাক বুস্টার কীভাবে কাজ করে। ভ্যাকসিনের অ্যান্টিবডি এবং অন্যান্য অণুগুলিকে ইমিউন কোষের সংখ্যার একটি প্রাথমিক ডেউ তৈরি করে, যা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

মিসৌরির সেল্ট লুইসের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি সেল ইমিউনোলজিস্ট আলি এলবেডি বলেন, একটি বুস্টার এই কোষে বেশ কিছু কাজ করে, যেমন এটি অ্যান্টিবডি তৈরির বি কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডিগুলির মাত্রা আরও একবার বাড়িয়ে তোলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা আবার হ্রাস পাবে, কিন্তু মেমোরি বি কোষগুলির আধারটি আগের চেয়ে বড় হবে, যার ফলে পরবর্তী এক্সপোজারে দ্রুত শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া হবে। বুস্টাররা অ্যাফিনিটি পরিপক্কতা নামে একটি প্রক্রিয়াকেও চালিত করে। তারা যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে তা রোগজীবাণুকে আরও দৃঢ় ও শক্তিশালীভাবে আবদ্ধ করে, সম্ভাব্যভাবে তাদের শক্তিও বাড়ায়। বেশ কিছু ট্রায়াল থেকে অতিরিক্ত মাত্রা প্রয়োগ করার পক্ষে কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। মর্ডার্না, ফাইজার -বায়োটেক, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকা এবং সিনোভ্যাক দ্বারা উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজের সক্রিয়তার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা দ্বিতীয় ডোজের কয়েক মাস পর কার্যকরী হয়। ব্রিটেনে চলতি ট্রায়ালটি মূল ইনোকুলেসন থেকে আলাদা ভ্যাকসিন ব্যবহার সহ বুস্টারের বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করবে। এই 'মিক্স অ্যান্ড মার্চ স্ট্যাটেজির প্রাথমিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে এগুলি আরও শক্তিশালী ইমিউন প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, যা অ্যান্টিবডি এবং টি তোষ উভয়ের উচ্চস্তরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা সংক্রামিত কোষকে মেরে ফেলে এবং অন্যান্য অ্যান্টিভাইরাল প্রতিক্রিয়া ঘটায়। প্রাথমিক ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে বেশিরভাগ কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন দ্বরা উদ্দীপিত অ্যান্টিবডির মাত্রাও কমছে।

বিজ্ঞানীরা জানেন না যে এই ডপগুলি ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষার হাসকে গ্রতিফলিতত্ত করে কিনা। বিশ্বজুড়ে টিমগুলি কোন স্তরের নিরপেক্ষ অ্যান্টিবডি বা অনা (কোনো ইমিউন মার্কারকে কোনো ভকসিনের কার্যকারিতার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে তা নির্ধারণ করতে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন যা কিনা দুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্বের বেসব দেশে উন্নত টিকাঁদান কর্মসূচি আছে, সেখানকার গবেধকরা ইমিউনিটি হ্রাসের কারণ খুঁজছো। যাদের আগে ভ্যাকসিন দেওয়! হয়েছিল বা যাদের সম্প্রতি টিকা দেশয়া হয়েছে কাদের সংক্রমণের হার বেশি এই প্রশ্নের টিকাদানের হার ইজরায়োলে। তাদের স্বাস্থা মন্ত্রণালয় গত জুলাই মাসে ডিসেম্বর-২০২০ থোকে জুলাই-২০২১ পর্যন্ত টিকা এবং সংক্রমণের প্রাথমিক তথ প্রকাশ করেছে। মন্ত্রণালয় অনুমান করেছে যে সংক্রমণ ও রোগ উভয়ের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন সুরক্ষা হ্রাস পেয়েছে, ঘা কিনা প্রথম মাসের ৯০ এর উপরে ও জুনের শেষের দিকে ৪০) এর কাছাকাছিত্ত এই হাস যা ডেল্টা ভরিয়েন্টের প্রভাবের কারণে হাতে পারে। বুস্টারের সমর্থনে প্রমাণ পরিমাপ করার আরেকটি উপায় হুল কার্যকারিতা পরীক্ষা। ২৮ জুলহি, ফাইজার-বায়োটেকের গবেষকরা, যারা তৃতীয় ভোজের জন্য জোরালোভাবে সুপারিশ করেছিলেন, ভারা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়োছেন যে রোগের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ৬ মাস পরে ৯৬ শতাংশ। থেকে ৮৪০৮-এ নেমে গেছে। তার আগে মর্ডার্নার একটি এপ্রিল মাসের রিপোর্টে জানা বায় বে, তাদের ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ছয় মাস পরেও ৯০ এর বেশি।

যুক্তরাজা এবং অনা কোথাও দেখা গেছে যে ভ্যাকসিনগুলি এমনকী যখন এই ডেল্টা ভারিয়েন্ট সংক্রমণের কারণ। এমোরি ইউনিভার্সিটির জীবকিজ্বানী নাটালি ভিন বলেছেল যে, বিজ্ঞানীদের ভকলিনের বর্ধিত মানের দিকে নজর দিতে হবে, রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা উন্নত করতে হবে, যার লক্ষ হবে সংক্রমণ বন্ধ করা থেকে গুরুতর রোগ প্রতিরোধ করা।

এখন বুস্টার দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব সনেও, দিনগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলিকে বুস্টার দেওয়া শুরু করেছেন। দ্বিতীয় ভোজ দেওয়ার আট মাস অতিক্রান্ত হয়েছে এমন মানুষকে তৃতীয় বুস্টার ভ্যাকসিন প্রদানের কাজ মার্কিন দেশে শুরু হয়েছে। গত ২৯ জুলাই, ইজরায়েল ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষকে ফাইজার-বায়োটেক ভ্যাকসিনের তৃতীয় (ডোজ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল। ব্রিটিশ যুক্তরাজা সেপ্টেত্বর থেকে ৫০ বছরের "বেশ বয়সী, সেইসঙ্গে অনান্য বরের লিন গানের স্থায়ী পরিকল্পনা তৈরি করেছে। আমাদের দেশে এখন পরত দ্বিতীয় ভোজ দেওয়া হয়েছে এমন প্রাপকদের সংখা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। এর নীচে। তল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের এখনও টিকাকরণ শুরুই করা বায়নি। অথচ বিশ্বের অনেক দেশ সংক্রমণের ভৃতীয় ঢেউ নিয়ে চিন্তিত, তাকে প্রতিহত করতে অনেক দেশেই তৃতীয় ডোজ দেওয়া শুরু করেছে। তীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় আমরাও আতঙ্কে আছি। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের নক্রমণ আমাদের দেশেও ইতিমধো শুরু হয়ে গেছে, আর যদি দেখা যায় ইমিউনিটি হার ক্রমশ সতি। কমে যায় তাহলে সমূহ বিপদ। টিকাকরণ কর্মসূচির অগ্রগতি এখনও সান্তোষজনক লয়। প্রতোক লোককে দ্বিতীয় ভোজ দেওয়ার কাজটা সম্পুরণ করা ও ১৮ বছরের নীচের ছলেমেয়োদের টিকাকরণ কর্মসূচি সঠিকভাবে রূপায়ণ করা আশু জরুরি তৃতীয় ডোজের কর্মসূচি কীভাবে আমাদের দেশে রূপায়ণ হবে, যদি প্রয়োজন হয়, সেটাও একটা বড় প্রশ্ন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় সূর্যতরুণ ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

উপনির্বাচন পিপলি দখল করল বিজেডি

পুরী, ৩ অক্টোবর (হি.স): পিপলি উপনির্বাচনে শেষ বেলায় বাজি মাত করলেন বিজু জনতা দল (বিজেডি)-র রুদ্রপ্রতাপ মহারথী। রবিবারের পিপলি উপনির্বাচনের ফলাফল গণনায় দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী আশ্রিত পট্টনায়ককে ২০,৯১৬ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হলেন ওডিশার শাসকদলের প্রার্থী রুদ্রপ্রতাপ মহারথী।

রবিবার সকালে ভোটগণনা শুরু হতেই রুদ্রপ্রতাপকে কড়া টক্কর দিয়েছেন আশ্রিত। তবে বেলা যত গড়িয়েছে, ভোটের ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছেন রুদ্রপ্রতাপ। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত গণনায় রুদ্রপ্রতাপের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৯৬, ৯৭২। অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৭৬,০৫৬টি ভোট। এই দুই প্রার্থীর তুলনায় অনেক পিছনে থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কংগ্রেসের বিশ্বকেতন হরিচন্দন মহাপাত্র। ভোটবাক্সে তাঁর নামে কেবলমাত্র ৪,২৬১টি ভোটে পড়েছে।

গত বছরের অক্টোবরে এই কেন্দ্রের বিধায়ক প্রদীপ মহারথীর মৃত্যুর পর পিপলিতে উপনির্বাচন হয়। এই আসনে প্রদীপের ছেলে রুদ্রপ্রতাপকেই প্রার্থী করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের দল বিজেডি। গত ১৭ এপ্রিল এই উপনির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তবে কংগ্রেস প্রার্থী অজিত মঙ্গরাজের কোভিডে মৃত্যুর পর তা পিছিয়ে যায়। এর পর ১৩ মে-র উপনির্বাচন দিন ঘোষণা হলেও উৎসবের জন্য তা ফের আর এক বার পিছিয়ে করা হয়েছিল ১৬ মে। তবে করোনার আবহে সে দিনও উপনির্বাচন হয়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন হয়। সে দিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৭৮.২৪ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

‘কেন গ্রেফতার করা হল, বুঝতে পেরেছি’ গ্রেফতারি পরোয়ানায় বয়ান আরিয়ানের

মুম্বই, ৩ অক্টোবর (হি.স): কেন আমাকে গ্রেফতার করা হল, তা বুঝতে পেরেছি। নিজের গ্রেফতারি পরোয়ানায় এমনই বয়ান শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের। এনসিবি-র দফতরে ১৬ ঘণ্টা জেরা করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে শাহরুখ-পুত্রকে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রেফতারি পরোয়ানা। যেখানে আরিয়ান নিজের হাতে কলম দিয়ে লিখেছেন, ‘আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আর আমার পরিবারের সদস্যদের ফোন করে আমি সে কথাই জানিয়েছি।’ নীচে আরিয়ানের সই। শাহরুখের ছেলেকে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস’ (এনডিপিএস)- আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে। পরোয়ানায় লেখা রয়েছে, ৩০ গ্রাম কোকেন, ২১ গ্রাম চরস, ২২টি এমডিএমএ বড়ি এবং নগদ ১,৩৩,০০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে মুই থেকে গোয়াগামী প্রমোদতরীর টার্মিনালে। শনিবার রাতেই খবর আসে গোয়াগামী এক প্রমোদতরীতে এনসিবি আধিকারিকরা অভিযান চালিয়েছেন। তাতে বলিউড তারকা-সন্তানও আটক হয়েছেন। কিন্তু নাম তখনও প্রকাশ্যে আসেনি। রবিবার সকালে আরিয়ানের নাম জানা গেল। আরিয়ান ছাড়াও মোট ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেককেই জেরা করা হয়েছে সকাল থেকে। তার পর বিকেলে আরিয়ান এবং আরও দু’জনকে গ্রেফতার করেন আধিকারিকরা। আরিয়ানের সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের নাম, মুনমুন ধমেচা এবং আরবাজ শেঠ মারচেন্ট।

লক্ষ্য এবার দিল্লির মাটি মদন মিত্র

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভবানীপুর উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের জয় এর পরেই উল্লাসে মাতে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। যদুবাবুর বাজারে দলীয় কর্মীদের নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতেন কামারহাটি বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। মুখ্যমন্ত্রীর জয়ের পর কামারহাটি বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, লক্ষ্য এবার দিল্লির মাটি’। মুখ্যমন্ত্রীর জয় নিয়ে মদন মিত্র আরও বলেন, ভবানীপুর টু কামারহাটি, ওয়েস্টবেঙ্গল টু দেশের মাটি। লক্ষ্য এবার দিল্লির মাটি। মমতা যাবে মোদীর নাক কেটে দিয়ে যাবে। মানুষ এখন জিজ্ঞেস করছেন জেট-চপার কোথায় গেল? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। ইডি, সিবিআই কোথায় গেল, অমিত শাহ জবাব দাও। দিল্লির পথে যাচ্ছেকে, মমতা ব্যানার্জি আবার কে। বি ফর বেটিয়া, বি ফর ভবানীপুর, বি ফর বেঙ্গল, বি ফর ভারত।

কে কোন তারকার ছেলে, সেটা দেখা আমাদের কাজ নয় : এনসিবি প্রধান

মুম্বই, ৩ অক্টোবর (হি.স): মাদক নেওয়ার অভিযোগ এনসিবি গ্রেফতার করেছে শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ানকে। খ্যাতির শীর্ষে থাকা অভিনেতার পুত্রের এমন কীর্তিতে সারা দেশ তথা গোটা দুনিয়ার নজর মুম্বইয়ের দিকেই। এরই মধ্যে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো অর্থাৎ এনসিবি-র মুখ্য আধিকারিক এসএন প্রধান স্পষ্ট বললেন, ‘‘কে কোন শিল্পপতির ছেলে নাকি তারকার ছেলে, সেটা খুঁজে বের করাটা এনসিবি-র কাজ নয়।’’

গতকাল রাতে মুম্বই থেকে গোয়াগামী প্রমোদতরী ‘কর্ডেলিয়া’য় চলা রেভ পার্টি থেকে শাহরুখের ছেলের সঙ্গেই ধরা পড়ে। আরিয়ান ছাড়াও মোট ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেককেই জেরা করা হয়েছে সকাল থেকে। তার পর বিকেলে আরিয়ান এবং আরও দু’জনকে গ্রেফতার করেন আধিকারিকরা। আরিয়ানের সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের নাম, মুনমুন ধমেচা এবং আরবাজ শেঠ মারচেন্ট। আরিয়ানের সঙ্গে বাকি দু’জনও সোমবার পর্যন্ত এনসিবি-র হেফাজতে থাকবেন।

এর পরেই প্রধান বলেন, ‘‘কে কোন শিল্পপতির ছেলে নাকি তারকার ছেলে, সেটা খুঁজে বের করাটা এনসিবি-র কাজ নয়। আমাদের কাজ হল, প্রতিটা অপরাধীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা এবং সেটা সকলের জন্যই একইরকম ভাবে করা। আমরা ভবিষ্যতেও এটাই করব। এই মাদকচক্রে যেই জড়িয়ে থাকুক না কেন, জানা গেলে তার কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড বিচার না করেই শাস্তি হবে।’’

অন্যদিকে, ‘ওয়াটারওয়েজ লেজার ট্যুরিজম প্রাইভেট লিমিটেড’ সংস্থার তরফে সিইও এবং প্রেসিডেন্ট জারগেন বাইলোম জানিয়েছেন, তাঁদের প্রমোদতরী ‘কর্ডেলিয়া’য় কোনও রেভ পার্টি হওয়ার খবর ছিল না তাঁদের কাছে। এটি একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল দিল্লির এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার তরফে। তিনি বলেন, ‘‘কর্ডেলিয়া প্রমোদতরী বিনোদনের জন্যই চলে, বহু পরিবার আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। এই ঘটনাটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন এবং কর্ডেলিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে এটি মিলছে না। আমরা আমাদের জাহাজে এই ধরনের যে কোনও কাজের বিরোধিতা করি। ভবিষ্যতে যাতে আর কখনও এমনটা না হয়, আমরা সতর্ক থাকব। এই ঘটনায় প্রশাসনের সঙ্গেও সমস্তরকম সহায়তা করব আমরা।’’এনসিবি সূত্রের খবর, কিছুদিন আগেই তাঁদের কাছে খবর আসে মুম্বই থেকে গোয়া যাওয়ার ক্রুজে রেভ পার্টি হবে। এর পরেই ছক সাজান তদন্তকারীরা। পার্টির দিন সাধারণ এক যাত্রী সেজে সেখানে পৌঁছে যান এনসিবি-র অফিসাররা। পার্টিতে অনেককেই আকছার মাদক সেবন করতে দেখা যায়। প্যান্টের সেলাইয়ে, মহিলাদের ব্যাগের হ্যান্ডেলে, অন্তর্বাসের ভিতরে, জামার কলারের সেলাইয়ের মধ্যে মাদক লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে দেখেন তাঁরা। শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান মাদক লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর চোখের লেন্সের বাক্সে।

সব দিক খতিয়ে দেখেই গ্রেফতার করা হয় আরিয়ান এবং আরও বেশ কয়েক জনকে। এর পরে প্রায় ১৬ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয় আরিয়ানকে। সূত্রের খবর, দীর্ঘ জেরার কয়েক ঘণ্টার মাথায় ভেঙে পড়েন বাদশা-পুত্র। তিনি স্বীকার করে নেন তিনি মাদক নিয়েছেন। অনুশোচনাও করেন এ জন্য। দাবি করেন, এই প্রথম এর আগে এসব কিছু করেননি তিনি। আরিয়ানের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট খতিয়ে দেখছেন এনসিবি-র কর্তারা। কেন মাদক নিলেন তিনি, বন্ধুবৃত্তের পাল্লায় পড়ে এমনটা করেছেন কিনা, এর সঙ্গে আর কে কে যুক্ত আছে, সেসবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আগামীকাল থেকেই প্রচারে খড়দার প্রার্থী শোভনদেব

কলকাতা,৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বৃহস্পতিবারেই মিটেছে ভবানীপুরে উপনির্বাচন। রবিবার ঘোষণা হয়েছে ভবানীপুর উপ নির্বাচনের ফল। উপনির্বাচনের ফল জানান দিচ্ছে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে খড়দা কেন্দ্রও হবে উপনির্বাচন। আগামীকাল থেকেই প্রচারে নামছে খড়দার প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এমনটাই খবর সূত্রের। ভবানীপুর উপ নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরের পর এবার খড়দা। খড়দাতেও হবে উপনির্বাচন। খড়দায় তৃণমূলের তরফে দাঁড়িয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন আগেই খড়দা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা হয়েছিল। এরই মাঝে রবিবার ভবানীপুর উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিপুল ভোটে জয়ের পর আনুষ্ঠানিকভাবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘ফলাফল যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে’ : বিমান বসু

সোনারপুর, ৩ অক্টোবর (হি.স): ‘ফলাফল যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে’। ভবানীপুরের উপনির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় নিয়ে রবিবার এমনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বিমান বসু। আজ সোনারপুরের রাজপুর রবীন্দ্রভবনে দলীয় কর্মসূচিতে এসেছিলেন বিমান বসু।সেখানে তাঁকে ভবানীপুর উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখনই বিমান বসু সোজাসাপ্টা উত্তর দেন, ‘ফলাফল যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। এই উপনির্বাচনে খুব ব্যতিক্রমী কিছু ফলাফল হবে বলে মনে করিনি। তবে যাঁরা নিয়মিত ভোট দেন, তাঁরা এই নির্বাচনে ভোট দেননি।’ বিমান বসুর এই মন্তব্য নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তাহলে কী আগেই জানতেন সিপিআইএম প্রার্থী হারবেন? তিনি কী জানতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেকর্ড মার্জিনে জিতবেন? কেন বললেন ব্যতিক্রমী কিছু আশা করেননি? সামশেরগঞ্জ---জঙ্গিপুরেও কী প্রত্যাশিত ফল হয়েছে? এই নিয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বলেন, ‘এখানেও যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। বামেদের ভোটের শতাংশ বাড়বে, এটা ভাবিনি।’

যদিও আসন্ন উপনির্বাচনগুলি জোট করে লড়বেন কিনা সেটা বৈঠক করে স্থির করা হবে বলে জানান তিনি। এখন এই তলানিতে গিয়ে ঠেকা সংগঠন মজবুত করে গড়ে তোলাই চ্যালেঞ্জ বামেদের কাছে। এক্ষেত্রে টুম্পা সোনার মতো আর কোনও প্যারোডি নিয়ে আসা হবে কিনা সেটা সময়ই বলবে। আপাতত সর্বত্র পরাজিত বামেরা।

উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে বাম প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছেন।

জঙ্গিপুর ও সামশেরগঞ্জেও জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স): জঙ্গিপুর ও সামশেরগঞ্জেও জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা। জঙ্গিপুর আসনে তৃণমূল প্রার্থী জাকির হোসেন ৯২ হাজার ৪৮০ ভোটে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে, মশেরগঞ্জে ২৬ হাজার ১১১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন আমিরুল ইসলাম।

রবিবার গণনা শুরু হতেই দেখা যায় জঙ্গিপুর বিভিন্ন রাইন্ডেই এগিয়ে ছিলেন জাকির হোসেন। শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসলেন তিনিই। ২১তম রাউন্ডের শেষেও দেখা গিয়েছিল তৃণমূল প্রার্থী জাকির হোসেন ৭১ হাজার ৬৬৫ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। ফলাফল সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখা যায় বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী প্রার্থীরা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। জঙ্গিপুরে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন সুজিত দাস। আরএসপির প্রার্থী ছিলেন জানে আলম মিঞা। তবে দশম রাউন্ড গণনার পর থেকেই আনন্দ উল্লাসে মেতেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। আর ফলাফল তৃণমূলের অনুকূলে যেতেই এলাকায় শুরু হয়ে যায় মিষ্টিমুখ, আবীর খেলা। নিজের জয়ের পর জাকির হোসেন বলেন, তৃণমূল মানেই শান্তি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের জন্য এই জয়।

অন্যদিকে, সামশেরগঞ্জে ২৬ হাজার ১১১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী আমিরুল ইসলাম। গণনাপর্ব শেষে তৃণমূলের ঝুলিতে ৯৬ হাজার ১২০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস পেয়েছে ৭০ হাজার ৯ টি ভোট। বিজেপি পেয়েছে ১০ হাজার ৭৭৭ টি ভোট এবং সিপিআইএম পয়েছে ৬ হাজার ১৪৫ টি ভোট। সামসেরগঞ্জেও এদিন বিভিন্ন রাউন্ডেই এগিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী আমিরুল ইসলাম। একাদশ রাউন্ড থেকেই সামসেরগঞ্জ বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। শেষ রাউন্ডের গণনার শেষে দেখা যায় ২৬ হাজার ১১১ ভোটে জিতে গিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এই জয় দিদির উন্নয়নের জয়। সপ্তম দফার নির্বাচন হওয়ার আগেই করোনায় মৃত্যু হয়েছিল সামসেরগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী রেজাউল হকের।

গুয়াহাটি-নিউহাফলং প্রতিদিন চলবে ভিস্টাডোম ট্রেন

হাফলং (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : পর্যটকদের সুবিধার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন গুয়াহাটি- নিউহাফলং-গুয়াহাটির মধ্যে ভিস্টাডোম ট্রেনটি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মোট সাতটি কোচ নিয়ে এই ভিস্টাডোম ট্রেনটি সপ্তাহে দুদিন বুধ ও শনিবারের পরিবর্তে আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন চলাচল করবে। গত ২৮ অক্টোবর পর্যটকদের জন্য গুয়াহাটি-নিউহাফলং-গুয়াহাটির মধ্যে ভিস্টাডোম ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। পর্যটকদের জন্য এই বিশেষ পর্যটক ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকে ট্রেনের চাহিদা বেড়ে গেছে। এমন-কি এই ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে বহু গুণ।

২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ভিস্টাডোম কোচের সব টিকিট বুকিং হয়ে গেছে। তাই শারদীয় দুর্গাৎসবের মধ্যে পর্যটকদের ভিড় সামাল দিতে ভিস্টাডোম ট্রেনটি আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। ভিস্টাডোম ট্রেনটি প্রতিদিন গুয়াহাটি থেকে সকাল ৬-টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে নিউহাফলং পৌঁছবে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে। পুনরায় বিকেল ৫-টায় নিউহাফলং থেকে ছেড়ে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি পৌঁছবে।

বিধায়ক শেরমান আলিকে দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব কংগ্রেস বিধান পরিষদীয় দলের

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : অসম আন্দোলনে শহিদদের সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেফতার দলীয় বিধায়ক শেরমান আলি আহমেদকে অবশেষে দল থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব দিয়েছে কংগ্রেস বিধান বিধানপরিষদীয় দল। এই প্রস্তাবের ওপর আজ রবিবার রাতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে, জানা গেছে দলীয় সূত্রে। প্রসঙ্গত, গতকাল রাতে বিধায়ক আবাস থেকে শেরমান আলি আহমেদকে গ্রেফতারের পর কংগ্রেস বিধান পরিষদীয় দল জরুরি বৈঠকে বসে। এই বৈঠকে বিতর্কিত শেরমান আলিকে বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করে। বৈঠকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা, বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকীয়া, উপ-দলনেতা রকিবুল হুসেন, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, জাকির হুসেন শিকদার সহ দলীয় প্রায় সব বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকের পর বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া সাংবাদিকদের বলেন, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সভাপতির নির্দেশে আজ বিধান পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকেন তিনি। অনুষ্ঠিত বৈঠকে অসম আন্দোলনে শহিদদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় বিধায়ক শেরমান আলি আহমেদের বিরুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে বিধান পরিষদীয় দল প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবের ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধান্ত নেবেন, বলেন দেবব্রত। এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা জানান, বিধান পরিষদীয় দলের প্রস্তাব তিনি পেয়েছেন। আজ রাতে এপিসিসি-র তিন কার্যনির্বাহী সভাপতি এবং দুই সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। অনুষ্ঠেয় বৈঠকে দলীয় সংবিধান অনুযায়ী শেরমান আলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘এর আগে শেরমান আলি আহমেদকে এ ধরনের মন্তব্যের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। আজ নোটিশের জবাব দেওয়ার অন্তিম দিন ছিল। উত্তর না পেলে ব্যবস্থা নেব আমরা, বলেন ভূপেন বরা।’

যদুবাবুর বাজারে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উল্লাস

কলকাতা,৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সিপিএম কে পিছনে ফেলে জয়ী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভবানীপুর উপ নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের আনন্দে ভাসল যদুবাবুর বাজার।

বৃহস্পতিবারেই মিটেছে ভবানীপুরে উপনির্বাচন। রবিবার ঘোষণা হয়েছে ভবানীপুর উপ নির্বাচনের ফল। উপনির্বাচনের ফল জানান দিচ্ছে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের জয়ের পরেই উন্মাদনায় মাতে যদুবাবুর বাজার। সবুজ আবির মেখে পতাকা উড়িয়ে পালন হয় মুখ্যমন্ত্রীর জয়ের উল্লাস। ওঠে খেলা হবে স্লোগান। রাজপথ রাঙা হয় সবুজে সবুজে। ভবানীপুর উপ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ের পরেই আনন্দে গা ভাষায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

কুসংস্কার ও একগুঁয়েমি

ভ্যাকসিন নিতে অনীহা একাংশের কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা প্রতিরোধে ভ্যাকসিনের বিকল্প নেই। কেন্দ্রীয় সরকার করোনা নির্মূলীকরণে দেশব্যাপী ব্যাপকহারে ভ্যাকসিনেশন শিবিরের আয়োজন করে চলছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ নিচ্ছেন। দেশকে করোনামুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সামাজিক সংগঠনগুলিও এগিয়ে এসে ভ্যাকসিনেশন শিবিরের আয়োজন করছে।

দেশের প্রতিটি রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করোনা নির্মূলীকরণে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে যাচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে দেশের জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। করোনামুক্ত সমাজ ও দেশ গড়তে সাধারণ জনগণ নিজ-আগ্রহে ভ্যাকসিন গ্রহণ করছেন। কিন্তু সমাজের কিছু সংখ্যক অসচেতন মানুষের কারণে দেশে থেকে করোনা নামক অদৃশ্য অপশক্তিকে তাড়ানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। এর জন্য সরকারকেও কম ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে না। সমাজের কিছু সংখ্যক অসচেতন মানুষ করোনার ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে মোটেই রাজি নন। সামাজিক কুসংস্কার এবং একগুঁয়েমির দরুন করোনা ভ্যাকসিন নিতে অনীহা প্রকাশ করছেন সমাজের একশ্রেণির মানুষ। আর এদের কারণেই পুনরায় করোনার প্রকোপ বাড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

সমাজের সচেতন জনগণ বলছেন, যারা এখন পর্যন্ত করোনার ভ্যাকসিন নেননি, এরা কোনও অবস্থাতেই সমাজহিতৈষী হতে পারেন না। ভ্যাকসিন না নিয়ে এই সকল লোকেরা একপ্রকার সমাজবিরোধী কাজের সমতুল্য অপরাধ করছেন। এরা সমাজ এবং দেশের জন্য খুবই ভয়ানক। করোনার মতো ভয়ানক মারণ ভাইরাসের প্রকোপ থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে সরকার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেও, এই সকল লোকদের কারণে সরকারের সকল প্রকার প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে ওঠছে না। এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে জোরালো আবেদন জানান সমাজের সচেতন নাগরিককুল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাঁদের নিজ নিজ বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিদিন সমাজের এই সকল অসচেতন নাগরিকদের জন্য ভ্যাকসিন শিবিরের আয়োজন করছে। এই ভ্যাকসিনের কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। এই ভ্যাকসিনে গর্ভনিরোধক কোনও ওষুধের সংমিশ্রণও নেই।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এই সকল অসচেতন লোকদের বার বার এ বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেও বিফল হচ্ছে।

ভ্যাকসিন না নিয়ে এরা সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন। দোরগোড়ায় দুর্গা পূজা। বাঙালি হিন্দুদের জাতীয় উৎসব। পুজোর কেনাকাটায় গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই ভিড় হবে। বেশিরভাগ মানুষ মাস্ক না পরে বাজারহাটে চলাফেরা করছেন। আর এই ভিড়ের মধ্যেই রয়েছেন ভ্যাকসিন নেননি সমাজের এক শ্রেণির অসচেতন লোক। তাই পুজোর পরই করোনা পুনরায় চোখ রাঙাতে পারে বলে সমাজের সচেতন নাগরিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

তাই সময় থাকতে ভ্যাকসিন নেননি সমাজের এমন অসচেতন লোকেদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে সরকার এবং প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানান সচেতন নাগরিকুল।

বরখাস্ত অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উপ-মহাপ্রবন্ধক জ্যোতির্ময়

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্নীতির বিরুদ্ধে ’’শূন্য সহনশীল’’ নীতিতে রাজ্যের বিজেপি সরকার কায়েম রয়েছে। অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উপ-মহাপ্রবন্ধক জ্যোতির্ময় বর্মণকে কর্তব্যে গাফিলতি এবং বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকারের দুর্নীতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার আরেক নজির স্থাপন করেছে।

অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের পরিচালন অধিকর্তা কর্তৃক জারিকৃত এক সরকারি প্রেস বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে, অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের পরিচালক মণ্ডলীর এক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোতির্ময় বর্মণকে সংস্থার কর্মচারী আচরণ, অনুশাসন সহ ১৯৮৫-এর নিয়মের ২০ নম্বর ধারা অনুসরণ করে বিভাগীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এক বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, এআইডিসির উপ-মহাপ্রবন্ধক জোতির্ময় বর্মণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ এবং কর্তব্যে গাফিলতির পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জ্যোতির্ময় বর্মণ নোটিশের জবাব না দেওয়ায় ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের পরিচালন মণ্ডলী আয়োজিত বৈঠকে তাঁকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের বলেই জ্যোতির্ময় বর্মণকে অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উপ-মহাপ্রবন্ধকের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্মণের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতি সহ বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে মুখ্য অভিযোগ ছিল, এআইডিসির সচিবকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা। নিগমের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনাধিকার হস্তক্ষেপ সহ নানা কাজে বাধা প্রদান করা ইত্যাদি।

এদিকে অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে, তিনি ’’নো কমেন্টস’’ বলে সম্পূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে যান।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্মার্টফোন যখন ঘরের রিমোট

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও সিস্টেম, এসির পাশাপাশি এখন ঘরের ফ্যান লাইটও নিয়ন্ত্রণ করছে স্মার্টফোন। বাতির রং, তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যও বাড়ানো কমানো যায়। ইনফ্রারেড ও ব্লুটুথের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমেও স্মার্টফোন থেকে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের উপায় আছে। অনেক ধরেনের স্মার্ট ডিভাইস এখন বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো এমনিতেই স্মার্টফোন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শুধু অ্যাপ নামিয়ে সমন্বয় করে নিলেই হলো। তবে একটু পুরনো মডেলের ডিভাইস স্মার্টফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কিছুটা ঝক্কি আছে। এ ক্ষেত্রে ছোট একটি ডিভাইস মূল ডিভাইসে যুক্ত করে নিতে হবে। এরপর ফোনের সঙ্গে অ্যাপ সমন্বয় করে সুবিধাটি পাওয়া যাবে।

সাধারণ ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও, এয়ারকন্ডিশনার, ডিএসএলআর ক্যামেরা, গাড়ির সিডি- ডিভিডি প্লেয়ার--- সব কিছুর সঙ্গেই আজকাল রিমোর্ট কন্ট্রোল সুবিধা থাকে। এসব রিমোট ইনফ্রায়েড পোর্টের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে। ইদানীং বেশ কিছু স্মার্টফোনেও এ ধরনের সুবিধা জুড়ে দিচ্ছে নির্মাতারা। ইনফ্রায়েড পোর্ট সুবিধাযুক্ত কিছু জনপ্রিয় ফোন হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, শাওমির রেডমি সিরিজ ইত্যাদি। ফোনগুলো তৈরির সময়ই রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন যোগ করে দেওয়া হয়। ফোনে ইনফ্রায়েড পোর্ট দেওয়া না থাকলেও উপায় আছে। হেডফোন জ্যাকের সঙ্গে একটি ছোট ইনফ্রায়েড ডিভাইস যুক্ত করে রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন চালানো সম্ভব। এ ধরনের ডিভাইসের দামও বেশকম, হাজার টাকার নিচে।

ফোনে পোর্ট যুক্ত করার পর দরকার রিমোট অ্যাপ্লিকেশন। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় দুই অ্যাপ হচ্ছে পিল স্মার্ট রিমোট ও শিওর ইউনিভার্সাল রিমোট।

পিল স্মার্ট শুরুতে টিভির জন্য তৈরি হলেও প্রজেক্টর, সেট টপ বক্স, এয়ারকন্ডিশনার , কুলার এমনকি ক্যামেরাও এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে চলে।

শিওর ইউনিভার্সাল স্মার্ট রিমোটেও পিল স্মার্ট রিমোটের প্রায় সব সুবিধাই আছে। সঙ্গে আছে অপরিচিত ডিভাইসের রিমোট সেটআপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার বাড়তি সুবিধা।

ওয়াই-ফাইয়ে রিমোট কন্ট্রোলে

অ্যাপ ছাড়াও ওয়াই ফাইয়ের মাধ্যমে ঘরের বেশির ভাগ ডিভাইস রিমোট কন্ট্রোলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে ইনফ্রারেড হাব বসিয়ে নিতে হবে। বাজারে ইনফ্রারেড হাবের দাম আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অ্যামাজন বা আলি এক্সপ্রেসে অ্যাকাউন্ট থাকলে কিছুটা কমে পাওয়া যাবে।

টিভি, এসি কেনার সময় সঙ্গে রিমোট দেওয়া হলেও সাধারণত ফ্যান, লাইট বা অ্যাকুয়ারিয়াম পাম্পের সঙ্গে দেওয়া হয় না। এগুলোও চাইলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণকরা যাবে। এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট প্লাগ কিনে নিতে হবে। সরাসরি ডিভাইসে বা প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে এটি যুক্ত করে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দাম হাজার টাকার মধ্যে। স্মার্ট প্লাগগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্র্যান্ডভেদে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

বাড়ির অন্যান্য কাজে যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোর পরিমাণ ইত্যাদি পরিমাপক সেন্সর লাগানো যায়। এসব সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূর থেকে ঘরের পরিবেশ নিয়ন্ত্র সম্ভব। যেমন — সেন্সরে দেখা যায় যে ঘর অনেক গরম হয়ে আছে, সে ক্ষেত্রে বাসায় পৌঁছার কিছু আগে স্মার্টফোন থেকে ঘরের এসি চালু করে দেওয়া যাবে। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ঘর ঠান্ডা হয়ে থাকবে।

সরাসরি ফোন থেকে নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস

স্মার্ট লাইট, স্মার্ট এসি, স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট লকসহ বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক ডিভাইসেরই ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। স্মার্ট লাইট প্রথম নিয়ে আসে ফিলিপস হিউ। এসব বাতি ফোনের মাধ্যমে শুধু চালু বা বন্ধই নয়, আলোর পরিমাণ, রং, হোয়াইট ব্যালেন্সও ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কয়েকটি হিউ সিরিজের বাতি একত্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হিউ-হাবও রয়েছে। চীনের তৈরি কিছু নাম না জানা ব্র্যান্ডের স্মার্ট লাইটও বাজারে পাওয়া যায়। স্মার্টফোন থেকে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্মার্ট টিভি। এ ধরনের টিভিতে ফোনে থাকা মিডিয়া ফাইল চালানো যায়। আবার টিভির চ্যানেলগুলোও ফোনে দেখা সম্ভব। টিভির ব্র্যান্ড অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন ফোনে ইনস্টল করে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া স্মার্ট চুলার আঁচ ও সময় ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্মার্ট ফ্রিজে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্য রয়েছে তাও ফোনেই দেখা যাচ্ছে, ফোন থেকে সরাসরি গান বাজানো যাচ্ছে স্মার্ট স্পিকারে। প্রতিটি ব্র্যান্ডের আলাদা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

ভয়েস কমান্ডে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

অ্যামাজন ইকো: অ্যামাজন ইকো মূলত একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এর মাধ্যমে সরাসরি ভয়েস কমান্ড দিয়ে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঘরের লাইট জানানো থেকে শুরু করে অনলাইনে পণ্য অর্ডারকরা, গান বেছে স্পিকারে বাজানোসহ অনেক কিছুই সম্ভব অ্যামাজন ইকো ব্যবহার করে। গুগল হোম: বেশির ভাগ স্মার্ট ডিভাইসেই গুগল হোম কার্যকর। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্থান, সময় ও সেন্সর ডাটার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করতে সক্ষম। যেমন — বাসার দরজায় ভুল করে তালা না লাগিয়ে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যানড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে গুগল হোম তা জানাবে। এভাবে বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন কাঁচা সব্জি ও ফল খান

রান্না করা ফল বা সবজির চেয়ে কাঁচা ফল ও সবজি খাওয়া অনেক বেশি পুষ্টিকর। সব সবজি যে কাঁচা খেতে হবে এমন নয়। তবে প্রতিদিনের ডায়েট চার্টে কিছু কিছু কাঁচা সবজি বা ফল রাখুন। যেসব খাবারে বেশি এনজাইম থাকে যেমন পেঁপে, আনারস, বাঁধাকপি, মুলা, বিট, স্প্রাউটস এগুলো রান্না না করে কাঁচাই খান, বেশি উপকার পাবেন। জেনে নিন কেন কাঁচা সবজি খাওয়া জরুরি।কাঁচা ফল ও সবজিকে লাইফ ফুড বলা হয়।শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিন, মিনারেল, ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের সুষম আহার প্রয়োজন। কারণ, আমরা সারাদিনে যা খাবার খাই, তা থেকেই কাজ করার শক্তি পাই। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট আমরা খাবার থেকেই পেয়ে থাকি। তবে এনজাইমের সাহায্য ছাড়া খাবারে থাকা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ঠিকমতো হাড়, চুল, ত্বক, মাংসপেশীতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আর কাঁচা ফল বা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম থাকে, যা হজম শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই রান্না করা ফল ও সবজির চেয়ে কাঁচা ফল বা সবজি খাওয়া বেশি উপকারী।খাবারে উপস্থিত এনজাইম ও নিউট্রিয়েন্ট তাপের সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফল বা সবজি যখন রান্না করা হয়, তখন তাপের সংস্পর্শে সেই খাবারে উপস্থিত নিউট্রিয়েন্ট ও এনজাইম অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আপনি সেই একই সবজি বা ফল কাঁচা অবস্থায় খেলে যতটা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস বা এনজাইম শরীরে যেত, যখন সেটাই রান্না করে খাবেন তার পুষ্টিগুণ অনেকাংশে কমে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রসেসড খাবারে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলের তুলনায় কাঁচা ফল ও সবজিতে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরে বেশি সহজে অ্যাবজর্ব হয়। তাই প্রতিদিন কিছু কাঁচা সবজি ও ফল খান। সুস্থ থাকবে শরীর।সর্বদাই যাত্রাপথে খাবারের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা উচিত। নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় অতি উতসাহে ইচ্ছামতো খাওয়া উচিত নয়। তাহলে হয়তো পেটের সমস্যায় হোটেল রুম আর হাসপাতালেই আটকে থাকতে হবে। তাই ভ্রমণের সময় নিম্নলিখিত খাবারগুলি থেকে সতর্ক হোনপানীয়: যেকোনো ধরনের পানীয় এমনকি খাবার জল পানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পানীয়র বোতল অবশ্যই সিল করা কিনা দেখে নেবেন। রাস্তাঘাটে অনেক নকল পানীয় পাওয়া যায়। তাই একটু দেখেশুনে পান করবেন।আধ সিদ্ধ খাবার: মণে কাঁচা বা আধ সিদ্ধ যেকোনো খাবারই এড়িয়ে চলা উচিত। তা হোক মাংস, চিংড়ি বা সি ফুড। কারণ এতে আপনার শরীরে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হতে পারে।ফ্রোজেন ফুড: বরফ জমা খাবারে ব্যাকটেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষত, জল বা অন্য কোনো কোমলপানীয় গ্রহণের সময় রাস্তা থেকে কেনা বরফ মেশানো উচিত নয়। কারণ এই বরফ দূষিত জল থেকে তৈরি হতে পারে। রাস্তা বা বাস-ট্রেন স্ট্যান্ড থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরি খোলা আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয়।ডিম: আমরা অনেকেই ভ্রমণের সময় আধ সিদ্ধ ডিম সঙ্গে নিই। বাস বা রেলস্টেশনেও ডিম পাওয়া যায়। অনেকের তো কাঁচা ডিম খাওয়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু যাত্রাপথে আধ সিদ্ধ বা কাঁচা ডিম না খাওয়াটাই ভালো।কাঁচা সবজি: যেকোনো ভ্রমণ গাইড খুললেই দেখবেন নতুন জায়গায় গিয়ে সালাদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সবজিগুলো কেমন জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে, সেগুলো তাজা না দীর্ঘদিন ফ্রিজে ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই বিদেশে গিয়ে সবজির সালাদ একটু ভেবেচিন্তে খেতে হবে। অনেক দেশে দূষিত পরিবেশে সবজি চাষ হয়, যা কাঁচা খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যাত্রাপথে এবং নতুন জায়গায় গিয়ে সবজির সালাদ থেকে দূরে থাকুন। দরকার হলে রান্না করা গরম সবজি খান।রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে চলুন: ভ্রমণে চলার পথে স্ট্রিট ফুড খাওয়াটা অধিকতর নিরাপদ। কারণ এটা আপনার সামনেই তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে মহাসড়কের পাশে বা বিভিন্ন স্টেশনে যেসব রেস্টুরেন্ট থাকে, সেখানে কীভাবে খাবার তৈরি হচ্ছে, তা আপনি জানেন না। তবে এর মানে রেস্টুরেন্টকে একেবারেই বর্জন করতে হবে, তা নয়। রেস্টুরেন্টে গেলে এমন সময় খাবেন, যখন লোক সমাগম বেশি থাকে।সস, আচার: সস, আচার বা চাটনি থেকে দূরে থাকাটা নিশ্চয়ই কষ্টকর। কিন্তু ভ্রমণে এগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো। রাস্তাঘাটের আচার বা সস তৈরিতে নোংরা জল বা অন্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। রাস্তাঘাটে জল ও সবজি থেকে তৈরি খাবারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এগুলো নোংরা জল এবং বাসি সবজি দিয়ে তৈরি।

মানসিক রোগের সাথে ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের সম্পর্ক আছে?

সৃষ্টিশীলতা আছে দেবতারকাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ' । গ্রিক দেবতাদের রাজা -দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো 'মিউজেস'। সৃষ্টিশীলতা আসে দেবতার কাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীণ গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ'। গ্রিক দেবতাদের রাজা দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো মিউজেস'। এমনকি আঠারো শতকেও মনে করা হতো নিজে থেকে কেউ সৃস্টিশীল হতে পারে না। সৃষ্টিশীলতা এমন এক গুণ যা কারো কারোই থাকে, সবার থাকে না। এমনকি এটাও মনে করা হতো যে বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার এসব মানসিক অসুস্ততার সাথে সৃষ্টিশীলতার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। চিত্রশিল্পী, লেখক, কবি, গায়ক , নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী , অভিয়নশিল্পী, ইত্যাদি সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক রোগে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি।সাইকোলজিস্ট জে ফিলিপ রাশটন পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার সাথে বুদ্ধি ও বিভিন্ন মুড ডিজঅর্ডারের সম্পর্ক আছে। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার, ইউনিপোলার ডি প্রেশনের শিকার ৩ লাখ লোক আর তাদের রিলেটিভের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলের ডিজঅর্ডার আছে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বেশি। তাদের ভাইবোনদের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ কাজ করার ঝোঁক বেশি। তবে যারা ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার তাদের মধ্যে এরকম কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে স্লিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনিয়মের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ''স্লিপ ডিস্ক'' বা ''ডিস্ক প্রোল্যাপ্স'' এর সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি চাপ পড়তে পড়তে এক সময় পিছনের স্নায়ুতে চাপ দিতে শুরু করে।এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট লাগার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয় ''অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্স''।অনেক সময় নীচু হয়ে হ্যাঁচকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে, বা না জেনেবুঝে ব্যায়াম করতে গিয়েও সমস্যা হতে পারে। আবার ব্যায়াম না করার অভ্যাস ও ওবেসিটি থাকলেও সমস্যা হতে পারে। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় ''ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্স''। এই অসুখে প্রথম দিকে হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ কম থাকে বলে অনেকেই ব্যথাকে পাত্তা দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে জটিল হয়ে উঠতে থাকে এই ব্যথা।এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায়, হাঁটতে গেলে পায়ে যন্ত্রণা হয়, দাঁড়াতে বা বসতে গেলেও হয়।রোগ ঠেকাতে যা যা করণীয় : চিকিতসকদের মতে, স্লিপ ডিস্ক ঠেকাতে প্রতিদিনের জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলাটা একান্তই দরকার। যেমন : ওজন ও ভুঁড়ি ঠিক রাখুন। শুধু কার্ডিও-ই নয়, কোমরের পেশি সবল করার ব্যায়াম করুন নিয়মিত। হাঁটা বা বসার সময় কোমর ও শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। আধশোয়া হয়ে বা শুয়ে বই পড়া, টিভি দেখা যত কমানো যায়, ততই ভালো। কোমরে ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো ব্যাক রিল্যাক্সিং আসন করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করতে হলে কোমরের কাছে সাপোর্ট দেওয়া চেয়ারে সোজা বসুন। একটানা বসে না থেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটাচলা করে বা ব্যাক স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন। এতে সমস্যা কম হয়। নিয়মিত সাঁতার কাটলে খুব ভালো কাজ হয়। মেয়েরা ৪৫ আর ছেলেরা ৬০ বছর বয়সের পরে ডাক্তার দেখিয়ে ভিটামিন ডি খান। চিকিতসকের পরামর্শ মতো হাড় মজবুত রাখার ওষুধও খেতে হবে। প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ভোরের রোদে থাকুন। অতিরিক্ত ধূমপানে হাড় পাতলা হয়। কাজেই অভ্যেস বদলান। মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। একান্তই তা না পারলে এক থেকে দেড় পেগের বেশি একেবারেই চলবে না।হাড় সবল করতে কী কী খাবেন? হাড় সবল করতে আমিষ খাবারের জুড়ি নেই। বিশেষ করে ডিম, কাঁটা সমেত স্যামন, সারডিন ও ছোট মাছ রাখুন ডায়েটে। এর সঙ্গে দুধ ও দুধের খাবার, মাশরুম, কড লিভার অয়েল, মাখন, ঘি, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, কুমড়ো পাতা, টোফু, পোস্ত ইত্যাদিও রাখতে হবে খাবার পাতে। এর পরেও রোগের হানা দেখা দিতে পারে। তেমনটা হলে কী কী উপায়ে তার সঙ্গে যুঝবেন তা জেনে রাখা দরকারি।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বিশ্রাম, সামান্য ওষুধ, ফিজিওথেরাপি, বেল্ট, ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা কমে যায়। তবে যদি তীব্র ব্যথার সঙ্গে পায়ে জোর পাওয়া না যায়, আঙুল নাড়ানো বা পায়ের পাতা উপরে তুলতে কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে এমআরআই স্ক্যান করে অবস্থার পর্যালোচনা করা দরকার। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে কয়েকটি নিয়ম ও সামান্য ওষুধেই প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের অপারেশন বলতে যেটুকু ডিস্ক হাড়ের খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এসেছে তাকে কেটে নার্ভকে চাপমুক্ত করা। খুব একটা কাটাছেঁড়া করতে হয় না এতে। কখনও মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে, কখনও ছোট্ট ফুটো করে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন হয়। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বড় অপারেশন করাতে হয়।

সারাদিনে এই পাঁচ কাজ করলেই কমবে ওজন

ওজন কমানোর জন্য ডায়েট আর ওয়ার্ক আউটের ওপরেই আমরা ভরসা করি। কিন্তু শুধু এভাবেই ওজন কমানো সম্ভব নয়। আমরা সারাদিন কী কী কাজ করছি, কতক্ষণ বিশ্রাম করছি, তার সবকিছুর ওপরেই নির্ভর করে আমাদের ওজন বাড়া-কমা। আমাদের সার্বিক জীবনযাত্রা কী রকম, তাই আমাদের ফিটনেস নির্ধারণ করে দেয়।

মেটাবলিজম বাড়াতে তাই প্রতিদিন কখন কোন কাজ করছি, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখানে আমরা পাঁচটি কাজের তালিকা তৈরি করে দিলাম, প্রতিদিন এই পাঁচ কাজ করলে আপনার ওজন কমানো অনেকটাই সহজ হবে।

১. পর্যাপ্ত পানি পান অনেক সময়ই আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের খিদে পেয়েছে না তেষ্টা পেয়েছে। কারণ, শরীরে পানির ঘাটতি হলেও খিদে বোধ অনুভূত হয়। শরীরে পানির অভাব থাকলে যেমন খিদে পায়, তেমন মনমেজাজ খিটখিটে লাগে, কোনও কাজ করতেও ভালো লাগে না। সে কারণে বিকালে টুকটাক স্ন্যাকস খাওয়ার আগে বড় এক গ্লাস পানি পান করুন। দেখুন তারপরেও আপনার খিদে বোধ হচ্ছে কি না। সাধারণ পানির বদলে ইনফিউসড ওয়াটারও খেতে পারেন। ২. শান্তমনে লাঞ্চ সারুন আপনি যখন লাঞ্চ করবেন, পুরো মনোযোগ খাওয়ার দিকেই দিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাট করতে করতে বা ইমেইলের উত্তর দিতে দিতে লাঞ্চ করবেন না। লাঞ্চের জন্য যে ১৫ মিনিট সময় আপনি বের করেছেন, সেটা শুধু আপনার লাঞ্চের জন্যই রাখুন। এতে আপনি কতটা খাচ্ছেন সেদিকে খেয়াল থাকবে এবং অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার প্রবণতা কমবে। ওজন কমানোর জন্য অনেকের সঙ্গে গল্প করতে করতে নয়, একা একা খাওয়া ভালো বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

৩. খিদে পেলে খান

অনেক সময় সারাদিনের ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের খিদে পেয়েছে কি না, সেদিকে খেয়াল থাকে না। এর ফলে লাঞ্চে অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে যায়। এই অভ্যেস বজায় থাকলে ওজন কমানো মুশকিল। তাই আপনি কখন কী খাবেন, সেটা ভেবে রাখুন। স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস সঙ্গে মজুত রাখুন। ৪. স্ন্যাকস নিয়ে সাবধান স্ন্যাকস সাধারণত আমরা অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি। আর এটাই ওজন বাড়ার একটা বড় কারণ। সহকর্মীর থেকে কিছুটা ওয়েফার বা স্যান্ডুইচে এক কামড় দিয়ে আপনি হয়তো ভাবলেন, যে এটা কিছুই না। এসবই কিন্তু আপনার ক্যালোরি কাউন্টে যোগ হচ্ছে। তাই ওজন কমাতে চাইলে এসব বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

৫. হাঁটাচলা করুন এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকবেন না। অন্তত এক ঘণ্টা পরপর পাঁচ মিনিটের জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠুন। লাঞ্চের পর ১৫ মিনিট হালকা গতিতে পায়চারি করে নিন। এর ফলে দুপুরে যে ঝিমুনি আসে, তার থেকেও রেহাই পাবেন। মাঝে মাঝে হাঁটাচলা মন মেজাজও ভালো থাকবে।

গান মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কতটা বাড়িয়ে দিতে পারে

গান শুনতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। গান শোনা শুধু বিনোদনের অংশই নয়, স্বাস্থ্য ও মন ঠিক রাখতেও দারুণ কার্যকরী। শারীরিক ক্লান্তি দূর করা ও মানসিকভাবে চাঙা রাখতে সংগীতের রয়েছে দারুণ উপকারিতা।গবেষকরা বলছেন, গান শোনার ফলে শরীরে ডোপামাইন নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো করে তুলতে সাহায্য করে। গান মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখার পাশাপাশি আইকিউ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।এজন্যই হয়ত আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, ''আমি যদি পদার্থ বিজ্ঞানী না হতাম, তাহলে সঙ্গীতজ্ঞ হতাম।''একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গান শোনার মাধ্যমে মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক একসঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে। বাড়ে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কার্যকরী প্রভাব ফেলে সংগীত।মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ কমাতে বা কাটাতে সংগীত দারুণ ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষকদের পরামর্শ, প্রচণ্ড কাজের চাপে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে গান শুনলে উপকার পাওয়া যায়।ব্যায়াম বা শরীরচর্চার সময় গান বা ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক শুনলে সহজে ক্লান্তি আসে না। ফলে দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা চালিয়ে যাওয়া যায়।বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, খামার বা বাগানে সংগীত বা যন্ত্রসংগীত চালিয়ে রাখলে গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয়।

ডব্লিউএফটিইউ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস রবিবার আগরতলায় পালন করা হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

ভোমরা বন্দরে যানজটের কারনে ইন্দো-বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাধাগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে সৃষ্টি হয়েছে স্মরণকালের ভয়াবহ যানজট। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম। ট্রাকচালকদের অভিযোগ, বন্দরে ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় প্রতিনিয়ত যানজট হচ্ছে। তবে গত দুইদিন বন্দর বন্ধ থাকা ও রপ্তানি পণ্যবাহী ট্রাক বেশি আসায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (৩ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বন্দর থেকে পাঁচ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজট তৈরি হয়েছে। শত শত পণ্যবাহী ট্রাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। অনেক ট্রাক দুই দিন আগে থেকে ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায়। যানজটের কারণে পণ্যবাহী ট্রাক বন্দর থেকে বের হতে না পারায় কার্যত অচল হয়ে পড়ছে বন্দরের কার্যক্রম। ফলে বন্দরেই নষ্ট হচ্ছে আমদানি করা পেঁয়াজ, আদা, কাঁচামরিচসহ বিভিন্ন পণ্য।

ভোমরা বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রবিউল ইসলাম জানান, গত দুই দিন বন্দর বন্ধ থাকায় ট্রাকের চাপ বেড়েছে। এছাড়া আগামী কয়েকদিন পর শুরু হবে দুর্গাপূজার ছুটি। এজন্য হঠাৎ রপ্তানি বেড়েছে। ভারত থেকে আসা ট্রাক বন্দরের পার্কিংয়ে থাকলেও রপ্তানি পণ্যবাহী ট্রাক রাস্তায় রয়েছে। যানজট কতক্ষণ থাকবে তা বলা মুশকিল।

ট্রাকচালকরা জানান, শনিবার (২ অক্টোবর) থেকে তারা রাস্তায় রয়েছেন। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। ভারতে ধীরগতিতে গাড়ি প্রবেশ করছে। অবস্থার উত্তরণে দ্রুত ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের জোর দাবি জানান তারা।

ভোমরা বন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি আবু হাসান বলেন, স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন ২০-৫০ পণ্যবাহী ট্রাক রপ্তানি হয়। সম্প্রতি রপ্তানি বেড়েছে। ভারতীয় কাস্টম কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি পণ্য গ্রহণে ধীরগতির নীতি অনুসরণ করায় এ প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আমদানি করা পণ্য আসতে অনেক দেরি হচ্ছে।

ভারতীয় মাদক কারবারির বাংলাদেশে মৃত্যু মনির হোসেন, ঢাকা,০৩ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের রাজশাহীতে ভরত মণ্ডল (৩৩) নামে এক যুবক মাদকসহ আটকের পর পালানোর সময় নদীতে ডুবে মারা গেছেন। শনিবার (২ অক্টোবর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে রাজশাহী সীমান্তের পদ্মা নদীর ত্রিমোহনী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চকরাজাপুর পশ্চিম কলোনির তারাপদ মণ্ডলের ছেলে। কাটাখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম সিদ্দিকুর রহমান বলেন, শনিবার দিনগত রাতে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করেন ভারত মণ্ডল। একপর্যায়ে পদ্মার চরের ১০ নম্বর পিলারের কাছে বিজিবির হাতে ধরা পড়েন তিনি। তাকে আটকের পর বিজিবির সদস্যরা নৌকায় ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়। কিছুদূর আসার পর ভারত মণ্ডল হাতকড়া পরা অবস্থায় পানিতে ঝাঁপ দেন। পদ্মার প্রবল স্রোতে পানিতে তলিয়ে যান তিনি। ভোরে বিজিবি সদস্যরা তার মরদেহ পাওয়ার কথা পুলিশকে জানায়।

তিনি আরও বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সূর্য্য তোরন ক্লাবের রক্ত দান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। রামনগর সূর্য্য তোরন ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত। তিনি বলেন দান করার এমনেতেই মহৎ কাজ। রক্তদান করা তো অত্যন্ত মহৎ কাজ হবেই। রক্তদান মহৎ দান, কারণ রক্তের মাধ্যমে একজন মুমূর্ষ রোগীর মধ্যে পানের নতুন সঞ্চার হয়। আর ক্লাব কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত। আগমনীর আগমনের আগে এ ধরনের রক্তদান অত্যন্ত প্রয়োজন। দুর্গাপূজার সময় বহু দুর্ঘটনা ঘটে। সেসব রোগীদের রক্তের প্রয়োজন হলে রক্ত কাজে আসবে। তাই অন্যান্য ক্লাব যাতে পিছিয়ে না থেকে রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসে। তার জন্য আহ্বান জানান তিনি। রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

টিএসআর সপ্তম বাহিনীর উদ্যোগে স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে জম্পুইজলার টিএসআর সপ্তম বাহিনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় স্বচ্ছতা অভিযান টাকারজলা বাজার এবং হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সাফাই অভিযান করেন বাহিনীর জওয়ানরা। স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিয়েছেন টিএসআর সপ্তম বাহিনীর কমান্ডেন্ট এইচ কে আচারিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি দাস, টাকারজলা থানার ওসি অজয় দেববর্মা সহ টিএসআর এবং পুলিশের আধিকারিকেরা। কমান্ড্যান্ট এইচ কে আচারিয়া জানান এই বাহিনীর জওয়ানেরা নিয়মিত মহকুমার বিভিন্ন বাজার এবং প্রতিষ্ঠানে সাফাই অভিযান করে থাকেন। সেবামূলক কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে শনিবার গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে সাফাই অভিযান সংগঠিত হয়েছে।

ফের ধস অন্ডালের কাজোড়ায়, জলশূন্য আস্ত জলাশয়ের আতঙ্কে গোটা গ্রাম

দুর্গাপুর, ৩ অক্টোবর (হি. স.) ফের ধস। এবার ধস নামল আস্ত জলাশয়ে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে, অন্ডালের কাজোড়া গ্রামে। ধসে তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্কে আশপাশের গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপরতা শুরু করল স্থানীয় ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল আসানসোল -দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। নিম্নচাপের জের কাটতেই খনি অঞ্চলের মাটি ধস নামতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে অন্ডালের কাজোড়ায় সেরি কালচার বাগানের পাশে ধস নেমেছিল। রবিবার কাজোড়া গ্রামের বাগদীপাড়ার পাশে একটি পুকুরে ধস নামে। প্রায় ২০০ বর্গ মিটার জুড়ে মাটি ধসে যায়। ঘন্টাখানের মধ্যেই প্রায় ৫-৬ বিঘার পুকুরটির জল ধসে ফলে মাটি তলায় তলিয়ে যায়। ধস এলাকা থেকে ২০০ মিটার দুরে রয়েছে জনবসতি।

মাদককাণ্ডে গ্রেফতার আরিয়ান সহ তিনজনের সোমবার পর্যন্ত এনসিবি-র হেফাজত

মুম্বই, ৩ অক্টোবর (হি.স): মাদককাণ্ডে গ্রেফতার শাহরুখ পুত্র জামিন পেলেন না। জামিনযোগ্য ধারাতেই এই তারকাপুত্রকে গ্রেফতার করেছিল এনসিবি, কিন্তু বিস্তারিত তদন্তের জন্য আরিয়ানের 'কাস্টডিয়াল ইন্টারোগেশন'-এর প্রয়োজন। সেই দাবি আদালতের সামনে রেখেছিল কেন্দ্রীয় মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থা। আরিয়ান খান ও অপর দুই অভিযুক্তর দু-দিনের রিম্যান্ড দাবি করেছিল এনসিবি। অন্যদিকে আরিয়ানের তরফে সতীশ মানেশিন্দে অবিলম্বে আরিয়ানের মুক্তি দাবি করেন।

দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে মুম্বইয়ের ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আরিয়ান খানের একদিনের এনসিবি হেফাজত মঞ্জুর করেছে। এদিন আরিয়ান ছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আরবাজ মার্চেন্ট এবং দিল্লির ফ্যাশন ডিজাইনার মুনমুন ধামেচাকে।অপর দুই অভিযুক্তরও একদিনের এনসিবি হেফাজত মঞ্জুর হয়েছে। রবিবার বিকাল চারটে নাগাদ আরিয়ান খানকে গ্রেফতারির কথা জানায় এনসিবি। কেন্দ্রীয় মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থা আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে দুপুর ২টো নাগাদ গ্রেফতার করা হয়েছে শাহরুখ খান ও গৌরী খানের বড় ছেলেকে। এনডিপিএস আইনের ৮সি, ২০বি, ২৭ এবং ৩৫ নম্বর ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে আরিয়ান খানকে। আরিয়ানের সঙ্গে মিলেছে নিষিদ্ধ মাদক ও নগদ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। ১৩ গ্রাম কোকেন, ২১ গ্রাম চরস, ২২টি এমডিএমএ পিলস সঙ্গে ছিল আরিয়ানের। এদিন বিকালে জেজে হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্ট হয় আরিয়ানের।

উৎসবের মেজাজে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে : তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। রক্তের কোনও বিকল্প নেই। রক্তদান একটি মহৎ কাজ। আজ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আগরতলা, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের আধিকারিক সংঘের উদ্যোগে মেলারমাঠস্থিত স্টেট ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখায় এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, আজ সারা দেশে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫২তম জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে। জাতিসংঘ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এটা ভারতবাসীর কাছে একটা গৌরবের বিষয়।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন উৎসবের মেজাজে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবুও রাজ্যে রক্তের চাহিদার তুলনায় যোগানের সংখ্যা কম। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। রক্তদান শিবিরে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শিলচর মডিউলের ডিজিএম জিতেন্দ্র কান্ত ঠাকুর বলেন, রক্তদান ত্রিপুরা রাজ্যে খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে ত্রিপুরা অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠবে। রাজ্যের স্টেট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে যাতে আরও বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয় তারজন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আধিকারিক সংঘের আঞ্চলিক সভাপতি সহ অন্যান্য কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত কমল, মৃত্যু হয়েছে ২৪৪ জনের

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স) : উৎসবের মরশুমে দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণে ফের স্বস্তি। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৬ শতাংশ কমল সংক্রমণ। এই নিয়ে পর পর দু'দিন করোনা সংক্রমণ বড় অঙ্কে হ্রাস পেল। সেই সঙ্গে ফের অনেকটা কমল দেশের অ্যাকটিভ কেস। যা স্বাস্থ্যমন্ত্রককে বড়সড় স্বস্তি দেবে।রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২ হাজার ৮৪২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের থেকে অনেকটা কম। একদিনে মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন ২৪৪ জন। এই সংখ্যাটা আগের দিনের থেকে অনেকটা বেশি। সেটাই চিন্তায় রাখছে স্বাস্থ্যমন্ত্রককে। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮১৭ জন। সংক্রমণ কমার পাশাপাশি গত ২৪ ঘণ্টায় বড়সড় স্বস্তি দিয়েছে করোনার অ্যাকটিভ কেসে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৫৭ জন। যা গত ১৯৯ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫২৯ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৯৩০ জন। টিকাকরণের গতি বাড়িয়ে সংক্রমণ ঠেকানোর প্রয়াস জারি রয়েছে দেশজুড়ে। ৯০ কোটি ৫১ লক্ষেরও বেশি মানুষ এখন ভ্যাকসিনের আওতায়। যার মধ্যে গতকালই টিকা পেয়েছেন প্রায় সাড়ে ৭৩ লক্ষের বেশি নাগরিক।গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার মানুষের।

উত্তরাখণ্ডে উদ্ধার নৌসেনার ৪ পর্বতারোহীর দেহ

দেহরাদুন, ৩ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলার ত্রিশূল শৃঙ্গ থেকে উদ্ধার হল চারজন সেনার মৃতদেহ। গত শুক্রবার এক তুষারধসের কবলে পড়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় নৌসেনার ওই চারজন। চামোলি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সেনার হেলিকপ্টার উদ্ধারকার্য চালানোর সময় দেহগুলি উদ্ধার করেছে।

গত শুক্রবার ত্রিশূল অভিযানে যান কয়েকজন পর্বতারোহী। তাঁরা সকলেই ভারতীয় নৌবাহিনীতে কর্মরত। কিন্তু তাঁরা চূড়া পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই আচমকা ধস নেমে যায়। ধসের কবলে পড়ে যান তাঁরা। অবশেষে উদ্ধার হল চারজনের দেহ। বাকিদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত সেনাকর্মীদের যোশীমঠের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। নিহত সেনাদের দেহে ময়না তদন্ত করা হবে। শুক্রবারের ধসের পর শনিবার ভারতীয় বায়ুসেনা উদ্ধারকার্য শুরু করে। সেই সময়ই নিখোঁজ পর্বতারোহীদের দেখতে পান উদ্ধারকারীরা। সূত্রানুসারে, সব মিলিয়ে পাঁচজন সেনাকর্মী ও একজন কুলি নিখোঁজ হয়েছিলেন। কর্নেল অমিত বিশতের নেতৃত্বে উদ্ধারকাজ শুরু করে উত্তরকাশী নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং সংস্থার একটি দল। কিন্তু যোশীমঠে পৌঁছনোর পরই আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হয়ে যেতে থাকে। পরে নৌসেনা ও রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর একটি যৌথ বাহিনীও উদ্ধারকার্য শুরু করে। অবশেষে রবিবার উদ্ধার হল চার সেনাকর্মীর মৃতদেহ।

প্রায় ৫০ বিঘা পাট্টা জমি কেলেঙ্কারির পরদা ফাঁস নিলামবাজারে, থানায় এফআইআর

নিলামবাজার (অসম), ৩ অক্টোবর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা জমি দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতেই একের পর এক ভূমি জালিয়াতির কাণ্ড প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। করিমগঞ্জ জেলায় সংগঠিত জমি কেলেঙ্কারিতে যে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি সার্কল অফিস জড়িত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনই এক বিরাট কেলেঙ্কারির পরদা ফাঁস হয়েছে নিলামবাজারে। নিলামবাজার সার্কলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণশাসন মৌজায় প্রায় ৫০ বিঘা পাট্টা জমি ভূ-মাফিয়াদের নামে নামজারি হওয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে।

নজিরবিহীন ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জমির প্রকৃত মালিকরা। এ ব্যাপারে নিলামবাজার থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন জমির প্রকৃত মালিক পক্ষ। তাঁরা নালিশ জানিয়েছেন নিলামবাজার সার্কল অফিসারকেও। পিতৃ-পুরুষের জমি ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগীরা।

ভূ-মাফিয়াদের হাতে তুলে দেওয়া জমির সরকারি ইনফরমেশন সার্টিফিকেটে তৎকালীন সার্কল অফিসার ড় খালেদা সুলতানার সই রয়েছে। তাই এই কেলেঙ্কারিতে তাঁর যোগসাজশ রয়েছে অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ ঝেড়েছেন জমির প্রকৃত মালিক পক্ষ। তৎকালীন সার্কল অফিসার খালেদা সুলতানাকেও তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানান তাঁরা।

প্রকৃত জমি মালিকদের হাতে জমির বৈধ দলিল সহ খতিয়ান মজুত রয়েছে। অথচ রহস্যজনক ভাবে সার্কল অফিসার ও আমিন, কানুনগো, মুহুরিদের ম্যানেজ করে নিলামবাজার রাজস্ব চক্রের অধীনস্থ লামাবাহাদুরপুর গ্রামের ৩৮ জনের সাড়ে ৫১ বিঘা জমি ভূ-মাফিয়ারা নিজেদের নামে করে নেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন জমির মালিকরা।

জমির প্রকৃত মালিকরা অভিযোগ করে বলেন, নিলামবাজার সার্কলের ব্রাহ্মণশাসন মৌজায় লামাবাহাদুরপুর এলাকায় তাঁদের পাট্টা ল্যান্ডের বিভিন্ন দাগে বেশ কিছু জমি রয়েছে। ২০১৪ সালে নিলামবাজারের সহকারী ভূ-বাসন আধিকারিকের কার্যালয়ে রহস্যজনকভাবে অগ্নিসংযোগ ঘটে। এর ফলে কার্যালয়ের ল্যান্ড রেকর্ড রুমের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ঘটনার প্রায় সাত বছর পরও এই অগ্নিকাণ্ডের কোনও তদন্ত হয়নি। বিভাগীয় নির্দেশে পরবর্তীতে রেকর্ড পুনরায় তৈরি করা হয়।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, রেকর্ড পুনরায় তৈরি করার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তৎকালীন সার্কল অফিসার খালেদা সুলতানার নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মচারীরা বৃহৎ পরিমাণ জমি ভূ-মাফিয়াদের হাতে তুলে দেন। নিলামবাজার সার্কলের তৎকালীন আমিন কানুনগোরা রেকর্ড জালিয়াতি করে তাঁদের নামের জমি অর্থের বিনিময়ে দুই ভূ-মাফিয়া কামাল উদ্দিন খান এবং বলাই মিয়াঁর নামে নামজারি করে দেন। এমন-কি ভূ-মাফিয়াদের নামে জমির পাট্টাও দিয়ে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার নির্দেশে ভূ-মাফিয়া এবং জমি দালালির সঙ্গে জড়িতদের ধরপাকড় শুরু হতেই, এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। বিষয়টি অবগত হয়েই জমির প্রকৃত ৩৮ জন মালিকের পক্ষ থেকে খলিল উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল সুবহান খাঁ, লুকুর রহমান, জয়নাল উদ্দিন, আব্দুল্লাহ খান, আশুতোষ নাথ, আজির উদ্দিন, ইসলাম উদ্দিন, কালাম উদ্দিন, লুবাব উদ্দিন, আব্দুল মুতলিব, বিধানচন্দ্র নাথ, আব্দুল ওয়াহিদ, কামাল উদ্দিন আহমেদ, এনাম উদ্দিন খান ও আব্দুল মালিক খান নিলামবাজার থানায় এই অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের করেন। বর্তমান সার্কল অফিসারকেও এ বিষয়ে নালিশ জানিয়ে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

দায়েরকৃত এফআইআরে তাঁরা উল্লেখ করেন, ব্রাহ্মনশাসন মৌজার ৫১ নম্বর দাগ এবং ২২ নম্বর খতিয়ানের প্রায় ছয় কেদার জমি, ৪৫ নম্বর দাগ ও ২৭ নম্বর খতিয়ানের দেড় কেদার, ৪৬ নম্বর দাগ ও ২৮ নম্বর খতিয়ানের পৌনে দুই কেদার, ২২ নম্বর দাগের ১২ নম্বর খতিয়ানের পাঁচ পোয়া সহ মোট প্রায় এক হাল পূর্ত সড়ক লাগোয়া এবং তার পার্শবর্তী মূল্যবান জমি ভূ-মাফিয়া কামাল উদ্দিন খান ও বলাই মিয়াঁ জালিয়াতি করে তাদের নামে নামজারি করে নিয়েছে।

এফআইআরে তাঁরা আরও লিখেছেন, ১৯৫৫ সালে ভূমি আইন সংশোধন ও সরকারি ভাবে রেকর্ড তৈরি হওয়ার আগে থেকেই বংশানুক্রমে এইসব জমিতে দাবিদারদের ভোগাধিকারে রয়েছে। রেজিস্টার্ড দলিল ছাড়াও ১৯৭৪-৭৫ সালে সরকার প্রদত্ত চূড়ান্ত খতিয়ানে বর্তমান দাবিদারদের পূর্বপুরুষের এবং একাংশের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের নাম থাকার পরও রহস্যজনকভাবে লামাবাহাদুর গ্রামের কামাল উদ্দিন খান ও পঞ্চায়েত সদস্য বলাই মিয়াঁর নামে একাংশ জমি নামজারি করে দেওয়া হয়। এছাড়া সিংহভাগ জমি খাস হিসেবে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। এফআইআরের পরিপ্রেক্ষিতে নিলামবাজার পুলিশ তদন্তে নামলে জমির মালিক পক্ষ সহ এলাকার জনগণ তৎকালীন সার্কল অফিসার খালেদা সুলতানা, আমিন, কানুনগো সহ ভূ-মাফিয়াদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন। তদন্তক্রমে এই জমি জালিয়াতি কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নিলামবাজার থানার ওসি কমলেশ সিং ভুক্তভোগীদের আশ্বাস দিয়েছেন।

দুবেলা খাবার জুটছে না রামপুরহাটের অনাথ আশ্রমের শিশুদের

রামপুরহাট, ৩ অক্টোবর (হি. স.) তাদের কারো বাবা নেই। কারোর বাবা-মা কেউ নেই।এদের সকলের ঠাঁই হয়েছে বীরভূমের রামপুরহাটের কুসুমবা গ্রামের অনাথ আশ্রমে।সেখানেই ৬০জন অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়ের দিন কাটছে আধ পেটা খেয়ে। কিন্তু এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটেছে আশ্রমেও, করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু আনাথ আশ্রমের মালিকের ও। ফলে করোনাকালে চরম অভাব অনটনে আধ পেটা খেয়ে দিন কাটছে শিশুদের। সামনেই পুজো। নতুন জমা কাপড় দূরের কথা। দুবেলা খাবার জুটছে না অনাথ আশ্রমের শিশুদের। ২০০৯ সালে উত্তর দিনাজপুরের এক সহৃদয় ব্যক্তি গদাধর বর্মন ও জিম বর্মন এই অনাথ আশ্রমের সূচনা করেন রামপুরহাটের প্রত্যন্ত গ্রামে। নাম দেন বিকাহার ইমানুল আশ্রম। সেখানেই বীরভূম ঝাড়খণ্ডের অনাথ শিশুদের ঠাঁই হয়। নলহাটির বোধরা গ্রামের বছর ছয়ের মৌসুমী টুডু। ছোট বোন ফেনসী আরও ছোট। জমিতে কাজ করার সময় এক দিনেই বাবা মা দুজনেই বজ্রপাতে মৃত্যু হয়। মুহূর্তে অনাথ হয়ে যায় দুই বোন গ্রামের লোকজন তাদের নিয়ে আসে রামপুরহাটের এই অনাথ আশ্রমে। একই অবস্থা রাম লাল হেমব্রমের। বয়স সাত বছর বাবা যক্ষা রোগে মারা যায়। বাড়ি বীরভূম ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বাঁকুলী জোল গ্রামে। এদের মত ৬০ জন শিশুর ঠাঁই হয় বীরভূমের রামপুরহাটের কুসুমবা গ্রামের একটি অনাথ আশ্রমে।বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে এই আশ্রমে শিশুরা দুবেলা খেতে পরতে পেতেন। এই আশ্রম মূলত দেখভাল করতেন জিম বর্মন। কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। এর পর থেকেই চরম অভাব অনটনে চলছে অনাথ আশ্রম। একে করোনা অতিমারীর প্রকোপ। তার উপরে আশ্রম পরিচালকের মৃত্যুতে চরম আর্থিক অনটন শুরু হয়। এই খবর জানার পর থেকেই তারাপীঠ মন্দিরের পুরোহিত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী শিশুদের পাশে থাকার উদ্যোগ নেন। যে সব ভক্তরা তারাপীঠে পুজো দিতে আসেন তাঁদের আশ্রমের দুর্দশার কথা বলেন তিনি। অনাথ আশ্রমের শিশুদের কথা শুনে অনেকেই ওই আশ্রমের গিয়ে খাবার দিয়ে আসতেন। কেউ টাকা দিয়ে আসতেন। কিন্তু করোনা কালে দীর্ঘদিন বন্ধ তারাপীঠ মন্দির। ফলে তীর্থ যাত্রীদের আসা যাওয়া বন্ধ। ফলে এক প্রকার আধ পেটা খেয়ে দিন কাটছে শিশুদের। সুপ্রকাশ বাবু বলেন, 'সামনে পুজো। চারিদিকে সাজো সাজোরব। কিন্তু অনাথ শিশুদের নতুন জামা কাপড় তো দুরের কথা। তাদের দুবেলা খাবার জুটছে না।সকল কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।'বর্তমানে ঐ গ্রামের গৃহবধূ কাবেরী মাল, অনাথ শিশুদের বুকে আগলে রেখেছেন। তিনি দুবেলা শাক ভাত যা জুটছে তাই রান্না করে শিশু দের মুখে তুলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন,' লকডাউনের আগে এই আশ্রমকে আর্থিকভাবে অনুদান দিতেন গুজরাটের এক ব্যবসায়ী। তিনি এক বছর হল মারা গেছে। ওই গুজরাটি পরিবার থেকে এখন আশ্রমের এক ছেলে বা মেয়ের জন্য মাসে ৫টাকা অনুদান পাঠায়। সেই অর্থে কতটুকু হয়। তাই আমাদের কাতর আবেদন সরকারি অনুদান দিয়ে আমাদের অনাথ ছেলে মেয়েদের বাঁচান।ওরা আধ পেটা খেয়ে বেঁচে আছে। 'রবিবার কলকাতার "ছন্নছাড়া" নামের এক গ্রুপের পক্ষ থেকে এই আশ্রমের শিশুদের জন্য খাবার নিয়ে আসে।

ফের ধস অন্ডালের কাজোড়ায় জলশূন্য আস্ত জলাশয়ের আতঙ্কে গোটা গ্রাম

দুর্গাপুর, ৩ অক্টোবর (হি. স.) ফের ধস। এবার ধস নামল আস্ত জলাশয়ে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে, অন্ডালের কাজোড়া গ্রামে। ধসে তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্কে আশপাশের গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপরতা শুরু করল স্থানীয় ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল আসানসোল -দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। নিম্নচাপের জের কাটতেই খনি অঞ্চলের মাটি ধস নামতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে অন্ডালের কাজোড়ায় সেরি কালচার বাগানের পাশে ধস নেমেছিল। রবিবার কাজোড়া গ্রামের বাগদীপাড়ার পাশে একটি পুকুরে ধস নামে। প্রায় ২০০ বর্গ মিটার জুড়ে মাটি ধসে যায়। ঘন্টাখানের মধ্যেই প্রায় ৫-৬ বিঘার পুকুরটির জল ধসে ফলে মাটি তলায় তলিয়ে যায়। ধস এলাকা থেকে ২০০ মিটার দুরে রয়েছে জনবসতি। প্রায় ৫০০ পরিবারের বসবাস। পাশেই রয়েছে ইসিএলের সেন্ট্রাল কাজোড়া কোলিয়ারী ও বালি বাঙ্কার। পুকুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন সড়ক যোজনার রাস্তা। বালি বাঙ্কার ও গ্রাম থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার ওই রাস্তাটি মিশেছে অন্ডাল থানার পাশ দিয়ে ২ নং জাতীয় সড়কে।

মোবাইল টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ার লক্ষ্মীপুরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ অক্টোবর।। মোবাইলের টাওয়ার বসানোর কেন্দ্র করে জেলাশাসক সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অতুল দেববর্মনকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছু না হওয়াতে অবশেষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে প্রমিলা বাহিনী। পরবর্তী সময় পুলিশের হস্তক্ষেপে আপাতত কাজ স্থগিত। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মহারাণীপুর এলাকায় রবিবার দুপুরে।

খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মহারাণীপুর এলাকায় শাসকদলীয় এক নেত্রীর স্বামীর জায়গায় মোবাইলের টাওয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এলাকার প্রমিলা বাহিনী। জানা যায়, মহারানীপুর এলাকার বাসিন্দা জীবন বিশ্বাসের জুতের জায়গার উপর মোবাইলের টাওয়ার বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু এতে বাঁধা দান করে এলাকাবাসী। তাদের বক্তব্য, এই এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসানোর হলে ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। কারণ এই মোবাইলের টাওয়ার বসানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মহারানীপুর এলাকার বাসিন্দা শ্যামল সরকার সহ ২৫ টি পরিবারের লোকজন খোয়াই জেলাশাসক, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক, স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ স্থানীয় বিধায়ককে গোচরে বিষয়টির নিলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অপরদিকে, জীবন বিশ্বাসের স্ত্রী তথা খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্যা সাবিত্রী দেব বিশ্বাস জানিয়েছেন, এলাকাবাসীদের সঙ্গে তিনি কথা বলে বিষয়টি মিটমাট করবেন। যদি এলাকাবাসী না মানে তবে তিনি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবেন।

তবে সরকারি নিয়ম রয়েছে, মোবাইল টাওয়ার বসানো হলে যে স্থানে টাওয়ার বসানো হবে এর চারপাশের জনগণের অনুমতি থাকতে হবেএবং যেই ওয়ার্ডে এই টাওয়ার বসানো হবে সেই ওয়ার্ডের মেম্বারের অনুমতি থাকা আবশ্যক। কিন্তু স্ত্রী শাসকদলীয় নারীনেত্রী হওয়ার সুবাদে জীবন বিশ্বাস এসব আইনের নিয়ম-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গ্রাম প্রধানকে ম্যানেজ করে টাওয়ার বসানোর কাজে উদ্যত হন।

টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ অক্টোবর।। সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের নিয়মিত করণের বিষয়ে তাল বাহানা। রাজ্যের উচ্চ আদালতের রায় অমান্য করেছে রাজ্য সরকার। আদালতের রায়ে ২০১০ সালের চাকরিগুলি চলে যেতে পারলে,সেই আদালতের রায়ে সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের কেন নিয়মিতকরণ কেন হবেনা? সংবাদমাধ্যমে দ্বারস্থ হয়ে এ প্রশ্ন গুলি ছুড়ে দিলেন ট্রিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিশন বিলোনীয়া শাখার সংগঠনের নেতৃত্বরা। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিলেন কোর্টের রায়ে যদি তাদের নিয়মিতকরণ না করা হয় টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। রবিবার সকালে সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্য সরকার সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে কোর্টের রায় কে অবমাননা করছে বলে দাবি করে বলেন, ২০০৪ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা সর্বশিক্ষার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হই।

রাজ্যে মোট ৫,১৭৬ জন সর্বশিক্ষা ও সমগ্র শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তৎকালীন সরকারের আমলে ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে নিয়মিতকরণ বিষয় নিয়ে রাজ্যের উচ্চ আদালতে দুটি মামলা করা হয় টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসি য়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের উচ্চ আদালতে। এরপর ২০১৭ সালের পহেলা আগস্ট অনিদিস্ট কালের জন্যে সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা অনশন মঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন।

বর্তমান সরকাররের নেতারা অনশন মঞ্চে গিয়ে তাদের আন্দোলনের সাথে সহমত পোষণ করেন এবং আশ্বাস দেন, এ সরকার গঠন হওয়ার পরেই সর্বশিক্ষার শিক্ষক দের নিয়মিত করণ করা হবে। কিন্তু ২০১৮ সালে ক্ষমতা পালাবদলের পর সাড়ে তিন বছরের মাথায় ও সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করার বিভিন্ন বিষয়ে তাল বাহানা দেখাচ্ছে রাজ্য সরকার। সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা ২০১৯সালে নিয়মিত করণের দাবীতে আবারো অনশন মঞ্চ গড়ে তুলেন। বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ও রাজস্ব মন্ত্রী অনশন মঞ্চে গিয়ে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের আশ্বাস দেন তাদেরকে নিয়মিতকরণ করা হবে। সে সময়ে সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা খুশি হন।সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবার আবেদন জানান আদালতের রায় অনুসারে তাদের নিয়মিতকরণ করা হোক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এক রাতে দুটি দোকানে নিশিকুটুম্বদের হানা লুটে নিল সর্বস্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ অক্টোবর।। একি রাতে দুটি দোকানে নিশিকুটুম্বদের হানা।লুটে নিল নগদ অর্থ সহ দোকানের সর্বস্ব সা-সামগ্রী। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন।ঘটনা কদমতলা থানাধীন কুর্তি মধ্য রাজনগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ চোরের উৎপাতে অতিষ্ঠ স্থানীয় জনগণ।কখনো গৃহস্থের ঘর থেকে গবাদিপশু। আবার কখনো দোকানীদের দোকানঘরে হানা।এক কথায় উক্ত এলাকায় সানীয় জনগণ নিশিকুটুম্বদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। প্রতিদিন কারো না কারোর ঘরে সাফাই অভিযান চালায় নিশিকুটুম্বের দল।তেমনি গতকাল গভীর রাতে কুর্তি মধ্য রাজনগর বাজারের জাকির হোসেন ও তার ছোট ভাই শরীফ হোসেনের মুদি দোকানে হাত সাফাই করে চোরের দল।আজ প্রাতঃকালে দোকান মালিকরা দোকানে এসে দেখতে পান দোকান ঘরের দরজা খোলা। তারপর দোকান ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে দোকান মালিকদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। দোকানিরা দেখতে পান তাদের দোকান থেকে দামী দামী কার্টুন কার্টুন পন্য সামগ্রী নিয়ে গেছে চোরের দল।সাথে নিয়ে গেছে নগদ অর্থও। গ্রামীণ এলাকার দোকান থেকে বিপুল পন্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই গরিব দোকানিরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।খবর দেওয়া হয় সানীয় কদমতলা থানায়। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লোকদেখানো নাটক মঞ্চস্থ করে চলে যায়।

এদিকে দোকান মালিক জাকির হোসেন জানান,তার দোকান থেকে দামী দামী পন্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ মিলিয়ে প্রায় সাতাইশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে চোরের দল।সাথে অপর দোকানি শরীফ হোসেন জানান, তার দোকান থেকে নগদ অর্থ সহ পন্য সামগ্রী মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার সামগ্রী ও অর্থ নিয়ে গেছে চোরের দল।

অপরদিকে কুর্তি মধ্য রাজনগর এলাকার স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করে বলেন, কদমতলা থানার দায়সারা মনোভাব ও উদাসীনতার ফলেই উক্ত এলাকায় চুরির উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত এলাকাটি ত্রিপুরা অসম সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়াতে অসমের চোর চক্র রাতের আধারে সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রবেশ করে গৃহস্থের ঘর সহ দোকান পাট লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাতের টহলদাড়ি নিয়ে সানীয় কদমতলা থানার কোন ভূমিকা নেই। কেউ কেউ আবার অভিযোগ করে বলেন, কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার যে দিন থেকে কদমতলা থানার ওসি র দ্বায়িত্ব হাতে নিয়েছেন,সেই দিন থেকেই গ্রামীণ এলাকাগুলিতে চোরের উপদ্রব উর্ধমুখী হয়েছে। সেক্ষেত্রে চোর পুলিশের অন্তরঙ্গ রয়েছে বলে সানীয়দের অভিযোগ।সানীয় জনগন আরো অভিযোগ করে বলেন,যদি কুর্তি মধ্য রাজনগর এলাকায় নৈশ্য কালীন টহলদাড়ি থাকতো তাহলে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা সংঘটিত হতো না। তাছাড়া ইদানিং কালে কুর্তি এলাকায় থাকা একটি টিএসআর ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়ার ফলে বড্ডই আস্কারা পেয়েছে চোরের দল। তাই দাবি উঠছে কুর্তি এলাকায় কদমতলা পুলিশের রাতের টহলদাড়ির।

হেফাজতে

● প্রথম পাতার পর

তোলা হবে।

এদিকে এখানে উল্লেখ করা যায় সম্প্রতি আগরতলায় এমবিবি কলেজ চত্বরে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের এক ছাত্রীকে জোর করে হেনস্থার ঘটনার সময় এই রঘুনাথ লোধ পুলিশের সাথে ন্যাক্কারজনক আচরণ করছিল। তখন ডিএসপি তার অভব্য আচরণের জন্য চড় মেরেছিলেন।

অন্যদিকে, সংবাদপত্র অফিসে হামলার ঘটনায় প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াও একটি মামলা নিয়েছে।

কালীবাজারে

● প্রথম পাতার পর

ভেঙ্গে প্রবেশ করে চোরেরা। রবিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতে খবর দেওয়া হয় পুলিশের। আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। গত সপ্তাহে লেফুঙ্গা থানাধীন লেম্বু ছড়া বাজার থেকেও দুটি দোকানে চোরি করতে সক্ষম হয় চোরেরা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কালিবাজারের ঘটনায় আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ কোন ঘটনার ক্ষেত্রেই চোরদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হচ্ছে না পুলিশ। পুলিশের এই ব্যর্থতার কারণেই চোরেরা নিয়মিত সাফল্য পাচ্ছে বলে ব্যবসায়ী মহলের অভিযোগ।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

৯ টি পরিক্ষা কেন্দ্র। দক্ষিন জেলায় ৯ টি পরিক্ষা কেন্দ্রে। ঊনকোটি জেলায় ৫ টি পরিক্ষা কেন্দ্র এবং পশ্চিম জেলায় ১২ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিক্ষা নেয়া হয়। রবিবার টেট পেপার-টু -এর পরিক্ষা গ্রহণের পর ৮ কিংবা ৯ অক্টোবর টেট পেপার-১ ও টেট পেপার-২ -র সম্ভাব্য উত্তর প্রকাশ করা হবে।

সেই উত্তর নিয়ে কারো কোন মতামত থাকলে তা নিয়ে পরবর্তী সময় শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে টিআরবিটি সূত্রে। তবে এদিন পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে পরীক্ষার্থী- দের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

যুবতীর

● আটের পাতার পর

হাসপাতালেই কান্নায় ভেঙে পরেন পরিবারের লোকজনরা।জানা গেছে সুপর্ণা দীর্ঘদিন ধরেই মির্গি রোগে আক্রান্ত ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। তারপর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় ধর্মনগর থানার পুলিশ।গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিগলবাক এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। দ্রুততার সঙ্গে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে রিগ মেশিন ব্যবহার করে সর্বত্র কাজ চলছে। বিভিন্ন জায়গায় এই কাজে ও ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে বাঁধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এদিন তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের কাছে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজে যারাই বাঁধা দেওয়া চেষ্টা করবে, তাদেরকে ছাড়া হবে না। কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ কড়া হবে। সে ক্ষেত্রে কোনো দল বিচার করা হবে না। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিজ নিজ এলাকায় এই প্রকল্প সঠিক বাস্তবায়নের বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানান তিনি। এদিনের দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিতি জনগণের চোখেমুখে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস ও ভরসার ছাপ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে অন্তিম ব্যক্তির সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কর্যকর্তারাই সংগঠনের মূল শক্তি। শক্তিশালী বুথ মানেই শক্তিশালী বিজেপি। বিনয়ের সাথে নিবিড় জনসংযোগ ও সদ ব্যবহারের দ্বারা জন আস্থা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিটি বুথ জয় করার লক্ষ্য নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। বীর হওয়া ভালো, তবে বিনয়ী মানসিকতা থাকতে হবে। একটা সময়ে মানুষকে অবহেলা করেছে বামেরা। তার ফল ২০১৮ নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ তাদেরকে দিয়েছে । তিনি বলেন, রাজ্যের একজন মানুষ এমন থাকবেন না, যার বাড়িতে পাকা ঘর নেই। ঘর নেওয়ার লোক থাকবে না।

সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার। বর্তমান সরকারের সময়ে পিএম আবাস যোজনায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ঘর মিলেছে। আরও দুই ধাপে ৭০ হাজার ও ৪০ হাজার ঘর মিলবে। পানীয় জল, সুশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও নাগরিক পরিষেবা প্রদানে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে জনগণের আস্থা অর্জনের দ্বারা ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত আসনে জয় নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। নাম না করে তৃণমূল প্রসঙ্গে বলেন, যারা উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে রাজ্যের মানুষকে বিব্রত করার চেষ্টা করছেন, সে প্রদেশের তুলনায় কোভিড ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের প্রশ্নে ত্রিপুরা অনেকাংশেই এগিয়ে। টিকা নিতে মারপিট পর্যন্ত হয়।

তারাই ত্রিপুরার মানুষদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সাথে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সমস্ত সুযোগ পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। মৃত্যুর পরেও কর্যকর্তাদের পাশে থাকে ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যেসব কর্যকর্তাদের প্রাণ উৎসর্গীত হয়েছে, তাদের পরিবারে ন্যায় পথে সরকারি কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগত সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতির ফলে, বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন রাজ্যের মানুষ। জনগণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের পথে কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত বড় মাত্রায় জনগণ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে হাত তুলে জানায়, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল তারা পাচ্ছেন। এর জন্য কোনো ধরণের কমিশন বা চাঁদা দিতে হচ্ছে না। এদিনের উন্নয়ন যাত্রা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল, মন্ত্রী ভগবান দাস, ফটিকরায় মণ্ডল সভাপতি নীলকান্ত সিনহা, বিধায়ক সুধাংশু দাস, জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাশ প্রমুখ।

এই দলীয় কর্মসূচিতে ৫৫৪ পরিবারের ১৭৩৩ জনকে দলীয় পতাকা হাতে, ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান তিনি।

কদমতলায়

● আটের পাতার পর

কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত আঠারো থেকে কুড়ি দিন পূর্বে বিমল দাস নামে একজন চিকিৎসক বদলি হয়ে আসেন। শনিবার বিকেলে স্ত্রী কে নিয়ে চিকিৎসক বিমল দাস নিজ বাড়িতে বেড়াতে যান। পুনরায় রবিবার বিকেলে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিজের কোয়াটারের এসে দেখতে পান ঘরের আসবাবপত্র এলোমেলো অবস্থায় পরে রয়েছে।ভাঙ্গা রয়েছে কোয়াটারের পেছনের জানালা সহ টেবিল ও আলমারির লকার। তড়িঘড়ি খবর দেন কদমতলা থানায়।কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে সরজমিনে তদন্ত করে আসে। পুলিশ সাথে রুজু করে একটি চুরির মামলাও। তবে কদমতলা থানা থেকে মাত্র দেড়শো মিটার দূরে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোয়াটারের এরকম দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় রিতিমত কদমতলা থানার ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে যে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের অকর্মণ্যতা ও দায়সারা দ্বায়িত্ব পালন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদিকে চিকিৎসক বিমল দাস জানান,তারা শনিবার নিজ বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ছিলেন। রবিবার বিকেলে এসে দেখতে পান চোর কোয়াটারে ঢুকে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। চিকিৎসক আরো জানান, চোরের দল খুব পরিচিত কেউ হবে। কেননা তিনি যে সকল যায়গাতে জুয়েলারি ও টাকা পয়সা রাখতেন ঠিক সেই জায়গাতেই হানা দিয়েছে। চিকিৎসক বিমল দাস আরো জানান,তিনি ও স্ত্রী ছাড়া একজন কাজের মহিলা এই কোয়াটারে থাকেন। যদিও গতকাল কোয়াটারটি সম্পূর্ণ খালি ছিল।তবে কতটাকা ও কি পরিমান জুয়েলারি নিয়ে গেছে তা স্পষ্ট ভাবে বলতে পারছেন না চিকিৎসক বিমল দাস।অপরদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম ও আই সি সন্দীপ দেব বলেন, হাসপাতালের কোয়াটারে এরকম দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় রিতিমত চিন্তায় ফেলেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। পাশাপাশি নিরাপত্তা হীনতায় ভূগছেন বলেও জানান এম ও আই সি।দাবি তুলেন পুলিশি তদন্তে চোরের দলটিকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের।তবে মুখে ফুলঝুড়ি ছিটানো আর কাজের বেলায় অশ্বডিম্ব প্রসবকারী ওসি কৃষ্ণধন সরকার আসলেই কি পরপর চুরির ঘটনার তদন্ত করবেন তো।নাকি কাজের বেলায় শুধু অশ্বডিম্বই প্রসব করে যাবেন?সেটাই এখন দেখার বিষয়।

স্কুলছাত্রের

● প্রথম পাতার পর

নামে চলে নানা ধরনের বীভৎসজনক কর্মকান্ড। কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা রোগীর শরীরে উপর রেখে দেওয়া হয় সিমেন্ট ভর্তি বস্তা, কখনো ভাড়ি ইট পাথর ইত্যাদি। এমনকি সূঁচ দিয়ে আঘাত করা হত। কিশোর দেবাশীষ এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত না। আর্তনাদ করত। কিন্তু, পরিবারের লোকজন ওই চিকিৎসকের কথায় ভরসা করে দেবাশীষকে সহ্য করার জন্য বলত। গত কদিন ধরে চলতে থাকে ওই স্কুলছাত্রের উপর চিকিৎসার নামে বুজরুকি।

একসময় ছেলেটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ক্রমেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। পরিবারের লোকজনের মনে আশঙ্কা দেখা দেয়। তারা বুঝতে পারে যে ছেলেটির অবস্থা সংকটজনক। রবিবার সকালে দেবাশীষ নমঃকে কমলপুর থেকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের লোকজন। সেই মোতাবেক তারা গাড়িতে করে কমলপুর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে খোয়াই হয়ে আসছিল। কিন্তু, পথেই ঘটে গেল বিপত্তি। খোয়াই পৌঁছার আগেই দেবশীষ নমঃ গাড়িতে প্রাণ হারায়।

দেবাশীষের মৃত্যুর জন্য ওই চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসাকেই দায়ী করেছেন পরিবারের লোকজন। জানা গিয়েছে, ওই চিকিৎসক নামধারী সুজিত দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার নামে বুজরুকি করে চলেছেন। ইতিপূর্বেও তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের বাড়ির খুব কাছেই চিকিৎসক নামধারী সুজিত দেবনাথের আখড়া। এখন দেখার এই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পুলিশ কিংবা প্রশাসন কোন ধরনের আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে কি না।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় গিরিবাসীরা। তবে পানীয় জল নিত্য দিনের সমস্যা পাহাড়বাসীদের বিগত সরকারের সময় থেকেই চলছে তাঁদের দুর্ভোগ। বর্তমান সময়েও একই অবস্থা এই নোংরা জল খেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পরে চিকিৎসার অভাবে বাড়িতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে গিরিবাসীরা অন্যদিকে তাদের আরও অভিযোগ নীলমণি দেববর্মা এলাকায় প্রশাসনিক আধিকারিক থাকাকালীন সময় বিদ্যুৎ এবং জল এর এর কোন সমস্যা ছিল না তিনি এখান থেকে বদলি হওয়ার পর নাকি তাদের সমস্যা শুরু হয়ে যায় এখন দেখার বিষয় তাদের এই সমস্যা নিরসনে প্রশাসনিক আধিকারিকরা কী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

অভিনন্দনের ঢল

● প্রথম পাতার পর

Gopal Singh
২০১থেকেই জাগরণ পত্রিকা র সাথে পরিবার সাথে জড়িত অনেক ইতিহাস জাগরন পরিবার এগিয়ে যাবে
Like · Reply · 1d

Samar Chakraborty
পরিতোষ বাবু, আপনি সুস্হ থাকুন। আপনার অভিভাবকত্বে যে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে এসেছে জাগরন,তার অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারবে না।
Like · Reply · 1d

Ajay Paul
স্যার আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন।জাগরন কে এখনো ভালবাসি। জাগরন দিয়ে আমি আজ লিখতে শিখেছি।
Like · Reply · 1d

Manika Roy
দাদা আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আপনি যেমন অনেক সাংবাদিকের হাতে কলম ধরাতে শিখিয়েছেন তেমনি আপনার সাংবাদিক কারুর হুমকি ধমকির সন্মুখীন হলে, সেই সাংবাদিকের মনোবল বাড়ানোর জন্য সাহসও যুগিয়েছেন। আমার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। জাগরণ এগিয়ে যাবে স্বমহিমায় আশাবাদী।
Like · Reply · 1d

Sangeeta Dewanji Dewanji

Joydeb Debnath
নমস্কার দাদা আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি
Like · Reply · 1d

Abhijit Roy
Tripura rajyer sob cheye prothom o putan dainik... apni sustho hoye uthun...
Like · Reply · 1d

Swapan Shil
সংবাদ জগৎতের অন্যতম জাগরণ পত্রিকা। আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।
Like · Reply · 1d · Edited

Dipankar Deb
Tomi tara tari bhalo hoye jao. Amader sabar "JAGARAN" anek dur egiye jabe.
Like · Reply · 1d

Somen Sen
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র জাগরণের নাম পড়েছি। এখন সাংবাদিকতায় এসে অপুরাম বাবুদের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছু আত্মস্থ করতে পেরেছি। কখনো এক আধটু কথা হয়েছে। এটা ঘটনা শুভেচ্ছা আর শুভকামনায় শুধু জাগরণের মত দাগহীন দৈনিক সংবাদপত্র বেঁচে থাকতে পারে না। তবুও টিকে থাকার লড়াই চলুক। সুস্থ হয়ে উঠুন।।

Hillol Hillol
অতীত থেকে বর্তমান ও সেই থেকে ভবিষ্যৎ -- সংবাদপত্র প্রকাশনার সত্যটা লেখায় প্রকাশ পাচ্ছে। জাগরণ এই নামটাই যেখানে মুদ্রণ বা প্রকাশনার জগতে ৬৮ বছরের লড়াইয়ের আত্মতুষ্টির বিকল্প খুঁজে পায় না সেখানে কোনপ্রকার সঙ্কট সে তো সাময়িক একটা ছেদ মাত্র।
সম্মানীয় জাগরণ সম্পাদক মহাশয়, বাস্তব জীবনে কাজ শুরু করার আগে যে জাগরণ নিয়ে পথে নামি সেই জাগরণকে নিয়ে আমাদের সকলকে গভীর রাতেও চলতে হয়। এ সত্য অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। কারণ, জাগরণ জাগ্রত রাখার এক অনুপ্রেরণা আর সেই অনুপ্রেরণা এই সংবাদপত্রের লড়াইয়ের পথ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যে। কথা রইলো পাশে আছি, সাথে থাকবো। শুভকামনা রইলো।
Like · Reply · 1d · Edited

Apuram Sarkar
Hillol Hillol অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার জন্য।
Like · Reply · 1d

Abhijit Debnath
Respect
Like · Reply · 1d

Apuram Sarkar
সাবলীল লেখায় মুগ্ধ হলাম। জাগরণ পত্রিকার

Chandra Sekhar Deb
আপনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন----ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি।
Like · Reply · 1d

Swapna Sarkar
নমস্কার দাদা। জাগরণ পত্রিকার উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন ঈশ্বর এর নিকট এই প্রার্থনা করি।
Like · Reply · 23h

M M Zaman Moni
লেখা টা পড়ে খুব সুন্দর মনের মানুষ টির হৃদয়ের কথা বলতে পেরেছে।
অসুস্থ হওয়া একজন সম্পাদকের জন্য সরকারি অনুদানের বিষয়টিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে সচেতন মহলের দাবি।

Diptanu Debnath is with Sandeep Biswas and 5 others.
October 1 at 9:36 PM ·
ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম দৈনিক "জাগরণ" পত্রিকার ৬৮ তম বর্ষে সকল পাঠক,গ্রাহক,সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।
বহু ঘাট-প্রতিঘাতের সাক্ষী এই দৈনিক পত্রিকা। প্রতিস্থাতা সম্পা
ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী জিতেন চন্দ্র পাল।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

বিয়ে প্রবাহমান গতিতে অব্যাহত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।আজ কল্যাণপুর থানাধীন অমর কলোনী গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তার নাবালিকা মেয়ে যার বয়স সবে মাত্র ১৪ পেরিয়েছে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল এই খবর যখন প্রশাসনের কানে পৌঁছায় তখন প্রশাসনিক আধিকারিকরা সদল বলে ওই বিয়েবাড়িতে গিয়ে নাবালিকা মেয়ের বিয়ে রুখে দেয়।

এই সফল অভিযানে ছিলেন ডিসিএম দেবপ্রিয়া দাস, কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য, জয়ন্ত দেবনাথ সহ চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট নাবালিকার মা আবার পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিও। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।তৈরি হয়েছে শত শত প্রশ্ন উঠছে পঞ্চায়েতের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হয়েও কিভাবে নিজ বাড়িতেই নাবালিকা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। সে যাই হোক এ যাত্রায় প্রশাসনের সঠিক এবং সময় উপযোগী ভূমিকা গ্রহণের ফলে রুখে দেওয়া সম্ভব হলো আরও একটা নাবালিকা মেয়ের বিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আর কতদিন ? আর কবে সম্বিৎ ফিরবে আমাদের এই কথিত শিক্ষিত সমাজের ?

ক্রীড়া

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে সাত উইকেটে জয় রাজস্থান রয়্যালসের

দুবাই, ৩ অক্টোবর (হি.স) : আইপিএলের শেষে এসে চমক দেখাল রাজস্থান রয়্যালস। হারিয়ে দিল শীর্ষে থাকা ধোনির চেন্নাইকে। টুর্নামেন্টও জমিয়ে দিল। ধোনিরা হয়তো প্লে অফে চলে গিয়েছে, কিন্তু রাজস্থান জিতে অঙ্ক বদলে দিল। চেন্নাইয়ের হয়ে নিজের প্রথম শতরান করলেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড। তাও আবার অপরাজিত থেকে। তা সত্ত্বেও অবশ্য দিনের শেষে দু''পয়েন্ট হাতছাড়াই হল চেন্নাইয়ের। কারণ পালটা দুরন্ত ইনিংস খেললেন রাজস্থানের যশস্বী জয়সওয়াল এবং শিবম দুবে। যার ফলে ২০ ওভারে ১৯০ রান তাড়া করতে নেমে ১৫ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নিল রাজস্থান রয়্যালস। পাশাপাশি লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা দলকে হারিয়ে প্লে-অফে যাওয়ার রাস্তাও খোলা রাখল তারা। ধোনির দল করেছিল ১৮৯/৪, বিনিময়ে রাজস্থান করে ফেলেছে ১৯০/৩। ম্যাচের সেরা ঋতুরাজ গায়কোয়াড। শনিবার টসে জিতে ফিল্ডিং নেন রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে ব্যাট করতে থাকেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড। প্রথম দু''প্লেসিস (২৫), মঈন আলি (২১) এবং রবীন্দ্র জাদেজাকে সঙ্গে জুটি গড়ে তোলেন ঋতুরাজ। তিনিই ম্যাচের রাজা। ৬০ বলে ১০১ রান করে অপরাজিত থাকেন ঋতুরাজ। মারেন ৯টি চার এবং পাঁচটি ছয়। চেন্নাই ইনিংসের শেষদিকে ১৫ বলে ৩২ রান করেন রবীন্দ্র জাদেজাও। তিনি চারটি চার এবং ১টি ছয় মারেন। রাজস্থান বোলারদের মধ্যে কেবল রাহুল তেওটিয়া তিনটি উইকেট পান। একটি পান চেতন সাকারিয়া।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে জয় ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের

আবুধাবি, ৩ অক্টোবর (হি.স) : ২০২২ সালের জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের মাটিতে আয়োজিত হবে এএফসি ওমেন্স এশিয়ান কাপ। তারই প্রস্তুতি সারতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে গিয়েছে থমাস ডেনের্বির ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। শনিবার প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৪-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছেন মনীষা কল্যানরা। ইউএই এফএ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে ভারতের হয়ে প্রথম গোল করেন মণীষা কল্যান। এরপর ব্যবধান বাড়িয়েছেন প্যায়ারি, সুইটি দেবী ও অঞ্জু তামাং। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একমাত্র গোলটি আসে সালহার পা থেকে। ম্যাচের ৫০তম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে ১-৩ করেছিলেন তিনি। আসন্ন ওমেন্স এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি নিতে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছেন থমাস ডেনের্বির মেয়েরা। প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (১০০) ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের (৫৭) থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই দাপট দেখিয়েছেন মনীষারা। আগামীকাল দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তিউনিসিয়ার মুখোমুখি হবে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফর সেরে বাহরিন উড়ে যাবেন ডেনের্বিরা। সেখানেও দুটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে ভারত। ১০ অক্টোবর বাহরিন ও ১৩ অক্টোবর চিনা তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন মনীষারা।

১৮৯ রান করেও কেন হার? কারণ বার করলেন ধোনি

দ্বিতীয় পর্বের আইপিএল শুরু হওয়ার পর এত রান আর কোনও ম্যাচে হয়নি। কিন্তু চেন্নাই সুপার কিংস শনিবার ১৮৯ রান তুলেও হেরে গিয়েছে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে। ফলে সেই অর্থে এই হার কিছুটা হলেও অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য। বিশেষ করে চেন্নাইয়ের মতো শক্তিশালী দলের কাছে। চেন্নাই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতে, রাজস্থান ব্যাট করার সময় প্রথম ৬ ওভারেই ম্যাচ হেরে গিয়েছিলেন। ধোনি বলেন, ''ওরা প্রথম ৬ ওভারেই ম্যাচটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে চলে যায়। বড় রান তাড়া করতে গেলে পাওয়ার প্লে-তে ঠিক যে ভাবে ব্যাট করার কথা, ওরা সে ভাবেই ব্যাট করেছে।'' ১৯০ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে রাজস্থান প্রথম ৬ ওভারে ১ উইকেটে ৮১ রান তোলে। শেষ পর্যন্ত ১৫ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে জিতে যায় রাজস্থান। এই উইকেটে তা হলে কত রান তুললে জেতা সম্ভব, জানতে চাইলে ধোনি হাসতে হাসতে বলেন, ''২৫০ রান করলে মনে হয় এই উইকেটে জেতা সম্ভব। মনে হয় না আমরা ১৯০ রানের বেশি করতে পারতাম।'' রাজস্থান ব্যাট করার সময় উইকেট সহজ হয়ে গিয়েছিল বলে মত ধোনির। বলেন, ''টস হারাটা আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। শুরুতে বল কিছুটা হলেও ধীর গতিতে আসছিল। ওদের স্পিনাররা তার সুবিধে পেয়েছে। কিন্তু পরের দিকে উইকেট একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল। বল উইকেটে পড়ে খুব ভাল ভাবে ব্যাটে আসছিল। তবু বড় রান তাড়া করতে গেলে ভাল ব্যাট করার প্রয়োজন। ওদের ব্যাটাররা ঠিক সেটাই করেছে।'' ধোনির দলের রুতুরাজ গায়কোয়াড় এ বার স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। শনিবার ওপেন করতে নেমে ৬০ বলে ১০১ রান করে অপরাজিত থেকেছেন। রুতুরাজের ইনিংস নিয়ে ধোনি বলেন, ''অসাধারণ ইনিংস। দল হেরে গেলে এই ইনিংস চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ওর ইনিংসের জন্যই আমরা ১৮৯ রানে পৌঁছতে পেরেছিলাম।'' শনিবারের ম্যাচটি ভুলে যেতে চাইছেন ধোনি। বলেন, ''এই ম্যাচটা ভুলে যেতে হবে। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় এরকম দু'-একটা ম্যাচ হতে পারে। সেগুলো ভুলে যেতে হবে। তবে শিখতে হবে কোথায় কী সমস্যা হল। না হলে নক-আউট পর্বেও এরকম হতে পারে। দল হিসেবে আমরা এত দিন এটাই করে এসেছি। প্রতিটা ম্যাচ থেকে আমরা শিখি।''

আতলেতিকো পরীক্ষায় ব্যর্থ বার্সা

ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে রোনাল্ড কোমানকে টেলিভিশনের পর্দায় একবার দেখা গেল। বার্সেলোনা কোচ গ্যালারিতে বসে মুঠোফোনে কথা বলছিলেন। নিষেধাজ্ঞার কারণে আজ তিনি বার্সার ডাগআউটে থাকতে পারেননি। হয়তো গ্যালারি থেকেই দলকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই নির্দেশনা যে কাজে লাগেনি, তা বলে দেয় ম্যাচের ফলই। আতলেতিকোর মাদ্রিদের মাঠ ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানো থেকে ২-০ গোলে হেরে এসেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় আগের ম্যাচে লেভান্তেকে ৩-০ গোলে হারালেও চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা দুই হারে বিপর্যস্ত বার্সেলোনা। এমন অবস্থায় কোচ কোমানের চাকরি নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। প্রশ্ন উঠেছে পিকে-ডিপাইদের সামর্থ্য নিয়ে। সবকিছু মিলিয়ে আতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচটি জয়ের জন্য অনেকটাই মরিয়া হয়ে ছিল কাতালান ক্লাবটি।ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে চেয়েছে দলটি। স্বাগতিক আতলেতিকোর রক্ষণে শুরুতেই ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টাও করে তারা। কিন্তু খুব ভালো কোনো আক্রমণ রচনা করতে পারেননি ডিপাই-কুতিনিয়োরা। উল্টো ২৩ মিনিটে গোল খেয়ে বসে বার্সেলোনা। লুইস সুয়ারেজে অসাধারণ এক পাস থেকে দুর্দান্ত গোলে আতলেতিকোকে এগিয়ে দেন টমাস লেমার। লেমারের এ গোলের পর ক্যামেরা ঘুরে যায় গ্যালারিতে বসে থাকা কোমানের দিকে। রক্ষণে কিছুই হচ্ছে না, এমন একটি ভাব দেখিয়েছেন বার্সেলোনা কোচ। বাস্তবতাও তা---ই, লেমারকে আটকানোর জন্য পিকে বা দেস্তদের যে অবস্থানে থাকার কথা ছিল, সেখানে তাঁরা ছিলেন না সময়মতো। গোল শোধে মরিয়া বার্সেলোনা এরপর আক্রমণে উঠে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু আতলেতিকোর গোছানো রক্ষণকে কোনোভাবেই পরাজিত করতে পারেননি ডিপাই-কুতিনিয়োরা। উল্টো ২৮ মিনিটে অসাধারণ এক সুযোগ পেয়ে যায় আতলেতিকো। কিন্তু সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি লুইস সুয়ারেজ। উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার সুয়ারেজ অবশ্য স্কোরশিটে নাম লেখাতে পারেন প্রথমার্ধেই। জোয়াও ফেলিক্সের অসাধারণ এক পাস থেকে ডান প্রান্ত থেকে দুর্দান্ত এক শটে আতলেতিকোর পক্ষে ব্যবধান ২-০ করেন সুয়ারেজ। বার্সেলোনার সাবেক স্ট্রাইকার ম্যাচের আগের দিনই বলেছিলেন, গোল পেলেও উদ্যাপন করবেন না। গোল করার পর তা তিনি করেনওনি; বরং গোল করার পর তাঁর সতীর্থরা যখন উৎসব করতে দৌড়ে এসেছেন, সুয়ারেজ বার্সেলোনার সমর্থকদের দিকে করজোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করেছেন।সুয়ারেজ যতই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করুন না কেন, এমন হারে তো কোমানের চাকরি থাকার কথা নয়। যদিও বার্সেলোনা সভাপতি কোমানকে আশ্বস্ত করেছেন, আপাতত তিনিই থাকছেন বার্সেলোনার কোচ। দ্বিতীয়ার্ধে কোমানকে মুঠোফোনে আরও একবার কথা বলতে দেখা যায়। হয়তো ডাগআউটে দাঁড়ানো সহকারী কোচকে কোনো নির্দেশনা দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই নির্দেশনা যে কোনো কাজে আসেনি, সে তো ম্যাচের ফলই বলে দেয়!

জুনিয়র বিশ্ব শুটিংয়ে সোনা মেয়েদের

পেরুতে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পদক আনলেন ভারতীয় শুটারেরা। মহিলাদের দলগত স্কিট ইভেন্টে সোনা পেল ভারত। আরিবা খান, রাইজা ধিলোঁ, গনেমত শেখোঁকে নিয়ে মহিলাদের স্কিট ইভেন্টের জন্য গঠিত ভারতীয় দল সোনা পেয়েছে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। তাঁরা হারান ইটালিকে। প্রতিযোগিতায় এটা ভারতের দ্বিতীয় সোনা জয়। পুরুষদের দলগত বিভাগে ভারতের অভিযান শেষ হল ব্রোঞ্জ পদকে। রাজবীর গিল, আয়ুষ রুদ্ররাজু ও অভয় সিংহ শেখোঁকে নিয়ে গঠিত ভারতীয় পুরুষরা হারায় তুরস্ককে।

২০২৪ অলিম্পিকের প্রস্তুতি শুরু হকি ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর (হি.স) : ২০২১ টোকিও অলিম্পিকে সফল অভিযানের রেশ কাটিয়ে এবার ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের প্রস্তুতি শুরু করে দিল হকি ইন্ডিয়া। ৩০ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় হকি সংস্থা। এই ৩০ জন খেলোয়াড়কে সামনে রেখেই ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের লক্ষ্যে এগোবে হকির টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল ৪ অক্টোবর থেকে বেঙ্গালুরুর সাইতে শুরু হবে শিবির। চলতি সপ্তাহেই তিন সিনিয়র হকি খেলোয়াড় অবসর নিয়েছেন। বীরেন্দ্র লাকরা, এসভি সুনীল ও রূপিন্দর পাল সিং জাতীয় দলের হয়ে খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একের পর এক সিনিয়র কেন সরে যাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রূপিন্দর-সুনীলদের কি বাধ্য করা হয়েছে অবসর নিতে, এমনও আশঙ্কা করছেন অনেকে। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কেরিয়ারের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা সিনিয়রদের নিয়ে অলিম্পিকে পদক জয়ের স্বপ্ন সফল করা যাবে না। তরুণ মুখ তুলে আনতে হবে। যাঁরা দীর্ঘদিন টানবেন ভারতীয় হকিকে। ৪১ বছরের খরা কাটিয়ে টোকিও অলিম্পিক থেকে পদক পাওয়া গেছে। প্যারিসে পারফরম্যান্সে উন্নতিই একমাত্র লক্ষ্য। দল ঘোষণার পর জাতীয় দলের কোচ গ্রাহাম রিড জানিয়েছেন, ''একটা লম্বা ছুটি কাটিয়ে খেলোয়াড়রা আবার ফিরছে। আমার বিশ্বাস জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দিতে মুখিয়ে আছে সবাই। আপাতত সামনের বছরের দিকে তাকিয়ে কাজ শুরু করব আমরা। অলিম্পিককে মাথায় রেখে সব খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত এবং দল গত পারফরম্যান্সের দিকে নজর থাকবে।'' নতুন ভাবে শুরু করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের সতর্কও করেছেন ভারতীয় দলের কোচ।

বিপক্ষ ফুটবলারের প্রতি ক্ষিপ্ত রোনাল্ডো

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তের গোলে জিতলেও ঘরোয়া লিগে ফের আটকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার এভার্টনের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করল তারা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে নামেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গোল পাননি। তবে ম্যাচের পর অন্য কারণে বিরক্ত এবং ক্ষিপ্ত পর্তুগিজ ফুটবলার। বিপক্ষ ফুটবলারের উচ্ছ্বাসের ধরনই রোনাল্ডোর রাগের আসল কারণ। প্রথমার্ধে অ্যান্টনি মার্শালের গোলে ম্যান ইউ এগিয়ে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে সেই গোল শোধ করেন এভার্টনের অ্যান্ড্রোস টাউনসেন্ড। তার পরেই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের গ্যালারির কাছে ছুটে গিয়ে রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাসের ভঙ্গি নকল করেন তিনি। ম্যান ইউ সমর্থকরা যেমন তা মানতে পারেননি, তেমনই বিরক্ত হন রোনাল্ডো নিজেও। কিছুক্ষণ আগেই নেমেছিলেন তিনি। তারপরেই ম্যান ইউ গোল খাওয়ায় আরও বিরক্ত হন। টাউনসেন্ডের উপর এতটাই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে ম্যাচের পর তাঁর সঙ্গে হাতও মেলাননি। রোনাল্ডোর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে এসেছিলেন টাউনসেন্ড। কিন্তু এভার্টনের ফুটবলারকে পাত্তা না দিয়ে গটগট করে টানেলে ঢুকে যান রোনাল্ডো। রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাস নকল করায় যদিও আক্ষেপ নেই টাউনসেন্ডের। ম্যাচের পর বলেছেন, ''ও আমার আদর্শ। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখেই আমি বড় হয়েছি এবং অনুশীলনে ওর কৌশল রপ্ত করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি। হয়তো আমার আরও বেশিক্ষণ ধরে উচ্ছ্বাস দেখানোর দরকার ছিল। রোনাল্ডোকে অশ্রদ্ধা করতে নয়, ওকে প্রতি সম্মান জানাতেই ওরকম উচ্ছ্বাস করেছিলাম।''

গোল করে বার্সেলোনা কোচের অপমানের বদলা সুয়ারেজের

মাদ্রিদ, ৩ অক্টোবর (হি.স) : স্প্যানিশ লা লিগায় শনিবার রাতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হয় বার্সেলোনা। ম্যাচে বার্সাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাতলেতি কো। অ্যাতলেতিকোর হয়ে উরুগুইয়ান তারকা লুইস সুয়ারেস নিজে একটি গোল করেছেন, একটি গোলে করিয়েছেন। ঘরের মাঠে ম্যাচের ২৩ তম মিনিটেই এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। সুয়ারেজের বাড়িয়ে দেওয়া বল থেকে গোল করেন থমাস লামের। বিরতিতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে গোলের দেখা পান সুয়ারেজ। তাতে অ্যাতলেতিকো এগিয়ে যায় ২-০ ব্যবধানে।

প্রাক্তন ক্লাব বার্সার বিপক্ষে গোলের পর উল্লাস করেননি সুয়ারেজ। তবে বার্সার কোচের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছেন ঠিকই। গোল করে বার্সার ড্রেসিংরুমে থাকা কোম্যানকে লক্ষ্য করে ফোনে কল করার ভঙ্গি করেন। এই হারে ৭ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের নবম স্থানে নেমে গেছে বার্সা। অন্যদিকে, ৮ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে অ্যাটলেটিকো। সমান পয়েন্ট নিয়ে এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ আছে শীর্ষে।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার আগে চোট-আঘাত সমস্যায় কেকেআর

শারজা, ৩ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার আগে কেকেআরকে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় রাখছে চোট-আঘাত সমস্যা। আন্দ্রে রাসেল চোটের জন্য খেলতে পারছেন না। লকি ফার্গুসন আগের ম্যাচে খেলেননি। এর সঙ্গে আবার জুড়ছে অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যানের খারাপ ফর্ম। আর সেটাই আরও ভাবিয়ে তুলেছে কেকেআরকে। উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে নামার আগে নাইট কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম বলে দিচ্ছেন, তাঁরা মর্গ্যানের থেকে আরও বেশি রান আশা করছেন। তবে রাসেলের না থাকাটা যে বড় ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে, সে কথাও মেনে নিচ্ছেন ম্যাকালাম। রাসেলকে ছাড়া টিম কম্বিনেশন করাটা বেশ সমস্যার। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও রাসেল নামতে পারবেন না কি না, সেটা বলা যাচ্ছে না। এরপরই জুড়ে দেন, ''রাসেলের মতো বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার না থাকলে টিমের ব্যালান্স তো কিছুটা নষ্ট হবেই।'' তবে আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল, শাকিব আল হাসানকে গত ম্যাচে কেকেআর খেলায়নি। রবিবার বাংলাদেশি অলরাউন্ডার নামেন কি না, সেটাই দেখার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উপলক্ষে ডিএসও এর উদ্যোগে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ভবানীপুরে রেকর্ড ভোটে জয় মমতার কার্যত নিশ্চিহ্ন বিজেপি-সিপিএম

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স) : ভবানীপুর উপনির্বাচনে রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করলেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারের বেলা বাড়তেই রাজ্যের তিন বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ের পথ প্রসস্থ হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের গণনা শুরু হতেই আভাস মিলেছিল। বেলা গড়াতেই ব্যবধান বাড়তে বাড়তে কার্যত আকাশ ছুঁল। ভবানীপুর উপনির্বাচনে ৫৮ হাজার ৮৩২ ভোটে জিতলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিগুণ ব্যবধানে জয় পেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে শোভনদেব ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে ২৮ হাজার ৭১৯ ভোটে জিতেছিলেন। তিনি পদত্যাগ করায় এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। মমতার এই জয় উচ্ছ্বসিত জোড়াফুল শিবির। মমতার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সিপিএম প্রার্থী শ্রীজীব বিশ্বাস। তাঁর জামানত জব্দ হয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে ২৫ হাজার ৩১০ ভোটে জেতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৫ হাজার ৫২০টি ভোট পেয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। শতাংশের বিচারে যা ৪৭.৬৭। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের দীপা দাসমুন্সী ৪০ হাজার ২১৯টি ভোট (২৯.২৬ শতাংশ) পেয়েছিলেন।

২০১১ সালের উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী নন্দিনী মুখোপাধ্যায়কে ৪৯ হাজার ৯৩৬ ভোটে হারান মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমো সেবার ৭৩ হাজার ৩৬৫টি ভোট পেয়েছিলেন। শতাংশের বিচারে যা ৭৭.৪৬। নন্দিনী ২০.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। মোট ১৯ হাজার ৪২২টি ভোট সিপিএমের ঝুলিতে গিয়েছিল।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলের নিরিখে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মালা সাহা ৩১৬৮ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অবশ্য ভবানীপুর বিধানসভায় ১৮৫ ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল ভোটে জয়লাভ নিশ্চিত হতেই জেলা জুড়ে ব্যাপক উল্লাসে মেতে উঠে তৃনমূল কর্মীরা।এদিন সকাল থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা।যদিও রাজনৈতিক মহল ছিল নিঃশ্চুপ। বেলা বাড়তেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের ব্যবধানও বাড়তে থাকে। বিজেপি প্রার্থীকে পিছনে ফেলে মমতা বন্দ্যপাধ্যায় বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে যেতেই বাঁধভাঙ্গা উচ্ছাসে মেতে উঠে তৃনমূল কর্মীরা।পরাস্পরকে আলিঙ্গন, মিষ্টি বিতরণ,বাজি ফাটানো শু হয়ে যায়।

রাসতলা মোড়ে তৃণমূল কর্মীা বাজি ফাটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে ওমিষ্টি বিতরণ করে। তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র, পৌর প্রশাসক বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য দিলীপ আগরওয়াল বলেন, নন্দীগ্রামে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় যেভাবে পরাজিত করা হয় তার যোগ্য জবাব দিল ভবানীপুরের মানুষ।

আজ যে তিনটি উপনির্বাচনের ফল ঘোষনা হবে তার তিনটিতেই তৃণমূলের জয়।এবার আমাদের লক্ষ্য ২০২৪ এ কেন্দ্র থেকে মোদীকে হটিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। কলেজ মোড়ে তৃণমূলের যুব কর্মীা আবীর মেখে আনন্দ প্রকাশ করেন।জেলা তৃণমূল ভবনেও আবির, মিষ্টি মুখ করে জয় উপভোগ করেন নেতা কর্মীরা।

ভন্ড সাধুর উৎপাত কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ অক্টোবর ।। ভন্ড সাধুর উৎপাত কল্যাণপুরে। উৎপাত এর দরুন এদিন চাঞ্চল্য ছড়ায় জনমনে। ভন্ড সাধুর উৎপাতে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ পথচলতি মানুষ। শেষে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ভন্ড সাধু কে আগরতলা নার্সিংহোমে পাটায়।আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন তিনি বলতেন ভন্ড সাধু বলে কিছু হয় না। হয় সে ভন্ড প্রতারক নয় তো সাধু। এমনই এক ভন্ড প্রতারক নেশাগ্রস্থ মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির গুন্ডামি তে রবিবার সাত সকালে কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ডে রীতিমতো হুলুস্থুল পরে যায়।

ধারালো অস্ত্র নিয়ে সে এমন বিপদ জনক ভাবে হুমকি দিতে থাকে তাতে মোটর স্ট্যান্ড যা কল্যাণপুরে প্রাণ কেন্দ্র। জানা গেছে ওই ব্যক্তির নাম বিমল মোদক। বাড়ি কল্যাণপুর বাজার সংলগ্ন এলাকাতেই। রবিবার ছিলো কল্যাণপুরের হাট বার। স্বাভাবিক ভাবেই ভিড় ছিলো বেশি। মানুষ এর মধ্যে ভন্ড বিমল ত্রাস সৃষ্টি করার পর পুলিশ আসে। পুলিশ এসে তাকে লোহার অস্ত্র সমেত পাকড়াও করলে জনমনে স্বস্তি দেখা দেয়। ভন্ড সাধু কে আটক করে তার মেডিকেল চেকআপ করেন। মুহুর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় কল্যানপুর বাজার এলাকায়। শেষে কল্যাণপুর থানার পুলিশ বিমলকে আগরতলা নরসিং ঘর স্থিত মেন্টাল হসপিটালে পাঠানো ট্রিটমেন্ট করার জন্য।

কদমতলায় চোরের হানা হাসপাতালের কোয়ার্টারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ অক্টোবর।। এবার চোরের থাবা কদমতলা থানা থেকে দেড়শো মিটার দূরের হাসপাতালের কোয়াটারে। নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লন্ডভন্ড চিকিৎসকের কোয়াটার। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে গিয়ে একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।ঘটনা কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক বিমল দাসের সরকারি কোয়াটারে। ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, উত্তর জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা এখন পাওয়া যাবে পোস্ট অফিসের মাধ্যমেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা এখন পাওয়া যাবে পোস্ট অফিসের মাধ্যমেও। পোস্ট অফিসে কর্মরতদের কাছে আইনি পরিষেবার জন্য ফর্ম পাওয়া যাবে। তারা ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করবেন। এরপর এটি সংশ্লিষ্ট আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে ডাকযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। এজন্য ষ্ট্যাম্প লাগানো খাম আগে থেকেই দেওয়া থাকবে পোস্ট অফিসগুলিতে। যে কারণে অভিযোগ জানানোর জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে না এলেও চলবে। এই কর্মসূচি অনুযায়ী পোস্ট অফিসের কর্মী ও পোস্ট অফিসের ওয়ার্ক ফোর্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পোস্ট অফিসে কর্মরত ২৯ জনকে এ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা আদালত চত্বরে।

উদ্যোক্তা পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান তথা ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। উপস্থিত ছিলেন জেলা ও দায়রা বিচারক তথা জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অংশুমান দেববর্মা, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত দায়রা বিচারক তথা সদর আইনসেবা কমিটির সদস্য সচিব গোবিন্দ দাস, পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সচিব অপরাজিতা দেববর্মা, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উপ-সচিব হেনা বেগম এবং ডাক বিভাগের সহকারি সুপার দীপক চন্দ্র দাস। প্রশিক্ষণ শিবিরে লিগ্যাল সার্ভিসেস মোবাইল অ্যাপ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন উচ্চ আদালতের সিনিয়র সিস্টেম অফিসার প্রসেনজিত পাল। এখন থেকে লিগ্যাল সার্ভিস অ্যাপের মাধ্যমে আইনি পরিষেবার জন্য আবেদন করা যাবে। পোস্ট অফিসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা তা নিয়ে সহযোগিতা করবেন। এজন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক জলজীবন মিশনের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। কাঞ্চনপুর রেভিনিউ ডাকবাংলোয় আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক জলজীবন মিশনের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রেমকুমার রিয়াং, এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ধনবাবু রিয়াং, কাঞ্চনপুর মহকুমা মহকুমা শাসক সুভাষ আচার্য, বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ও বিএসি''র চেয়ারম্যানগণ ও জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উত্তর ত্রিপুরা জেলার জলজীবন মিশনের কাজের অগ্রগতি নিয়ে খোঁজ খবর নেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২০১৯ সালে জলজীবন মিশনের সূচনা করেছিলেন। রাজ্যেও আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মিশন মুডে জলজীবন মিশনের কাজ চলছে। সভায় তিনি আরও বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত এই মিশনে রাজ্যের ৩৫ শতাংশ বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট বাড়ি গুলিতে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজ আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে কোন সমস্যা হলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং দপ্তরের আধিকারিকগণ সম্মিলিতভাবে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী আরও বলেন, জলজীবন মিশনে বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজে গুণগতমান বজায় রাখতে হবে। কাজের গুণগতমান নিয়ে কোন আপস করা হবে না। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার অনিমেষ দাস পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জলজীবন মিশনে জেলার কাজের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বলেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৭৮ হাজার ৪৮৩টি পরিবার রয়েছে। এরমধ্যে ৩০ হাজার ২২৫টি পরিবারকে পাইপলাইনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই পরিশ্রুত পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দামছড়া ব্লকে ১,৯৫৩টি, দশদা ব্লকে ৬, ১৪৫টি, জম্পুইহিল ব্লকের ৬৫১টি, যুবরাজনগর ব্লকের ৫.৫৪ ১টি, কদমতলা ব্লকে ৪,২৯৪টি, কালাছড়া ব্লকের ৫, ১৮৮টি, লালজুরি ব্লকে ৩, ১৬২টি ও পানিসাগর ব্লকের ৩,২৯ ১টি পরিবারকে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার, বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভার পর দশদাস্থিত নবনির্মিত ০.৩০ এমজিডি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি ঘুরে দেখেন পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু যুবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ অক্টোবর।। বাসন ধুতে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবে সলিল সমাধি সুপর্ণা মোহন্ত নামের এক যুবতীর। ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেয়।ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন দিগলবাক এলাকায়।এলাকায় শোকের ছায়া।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন দিগলবাক এলাকার তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুপর্ণা মোহন্ত (২৬) পিতা মৃত দেজরঞ্জন মোহন্ত রবিবার সকালের খাবারের পর বাসন ধুতে নিজ বাড়ির পুকুরের ঘাটে যায়।কোন এক সময় অসাবধানতার কারনেই পুকুরের জলে তলিয়ে যায় সুপর্না।দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও সুপর্ণা ঘরে ফিরে যায়নি।সুপর্ণার মা ঘড় থেকে ডাকাডাকি করলেও সাড়া দেয়নি সুপর্ণা।শুরু হয় এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি।ঘটনা বুঝতে পেরে ধর্মনগর দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়।

দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসার আগেই পরিবারের লোকজন মিলে পুকুরের জল থেকে সুপর্ণা মোহন্তকে উদ্ধার করেন। তারপর দমকলকর্মীরা অকুস্থল পৌঁছে সুপর্ণাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। সমস্ত শূন্য পদ অবিলম্বে পূরন করতে হবে, আউট সোর্সিং-এ নিয়োগ প্রথা বন্ধ করতে হবে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী দ্রুত নিয়োগ করতে হবে, ১০৩২৩ কর্মচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে, দ্রুত টেট পরীক্ষা চালু করতে ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এসব দাবী নিয়ে ডিওয়াইএফআই এবং টি ওয়াইএফ কৈলাসহর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে কৈলাসহরের রাজপথে সুসজ্জিত মিছিল এবং প্রকাশ্য জনসমাবেশ অনুস্টিত হয়। মিছিলটি শহরের হরিজন কলোনির মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুরাতন মোটরস্ট্যান্ডে এক প্রকাশ্য জনসভায় মিলিত হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক মোবস্বর আলী, ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি পলাশ ভৌমিক, টি ওয়াই এফ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা, রাজ্যের প্রাক্তন যুব নেতৃত্ব অমল চক্রবর্তী, ডি ওয়াই এফ আই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশু দাশ, সভাপতি সুরমান আলী সহ অন্যান্যরা। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পলাশ ভৌমিক বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিটি বেকারকে মিস কলের মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি সরকার। চাকরি দেওয়ার বদলে চাকুরীর সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছে সরকার। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মিছিল শেষে প্রকাশ্য দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে টি ওয়াই এফ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা বিজেপি আই.পি.এফ.টি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বেকার যুবক-যুবতী স্বদেশবাসীকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেন। জনগণের প্রতি তারা অভিযোগ করেন তিনি।

দেশব্যাপ আইনি সচেতনতা মূলক কর্মসূচি আইন সেবা কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে ' আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এর অঙ্গ হিসেবে জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ২-রা অক্টোবর থেকে ১৪-ই নভেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী ব্যাপক আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। একই সাথে আগামী ৮ থেকে ১৪-ই নভেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী আইনসেবা সপ্তাহ উদযাপন করা হবে। এই সময়ের মধ্যে বিশেষ আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক এবং দরিদ্র সুবিধাভোগীদের দীর্ঘদিনের আইনি সমস্যাগুলি সমাধানের প্রয়াস নেওয়া হবে। নতুনদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে ২-রা অক্টোবর ২০২১, বেলা ১১ টায় জাতীয় স্তরে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে আমাদের রাজ্যেও প্রতিটি জেলা ও মহকুমা সদরে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ২-রা অক্টোবর ২০২১, শনিবার সকালে গান্ধী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রভাতফেরীর মাধ্যমে ৪৫ দিন ব্যাপী এই কর্মসূচির সূচনা হয়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রভাতফেরী, ক্যুইজ, আইনি সচেতনতামূলক সভা, র‍্যালি, সাফাই অভিযান, পোস্টারিং, আইনসেবার কাজ এবং সাফল্য সম্পর্কে প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়াও আইনসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। ১০-ই অক্টোবর মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, ১১-ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যা সন্তান দিবস, ১৫-ই অক্টোবর বিশ্ব ছাত্র দিবস, ২৪-ই অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘ দিবস, ৯-ই নভেম্বর আইন সেবা দিবস এবং ১৪-ই নভেম্বর শিশু দিবস বিশেষভাবে উদযাপন করা হবে। আগামী ১৪-ই নভেম্বর রাজ্য, জেলা এবং মহকুমা স্তরে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৫ দিন ব্যাপী এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হবে।

কৈলাসহরে তৃণমূলের কর্মীসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ঊনকোটি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহবানে কৈলাশহর পুরাতন টাউনহলে চন্ডিপুর এবং কৈলাশহর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অঞ্জন চক্রবর্তী। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আশিস লাল সিং, ও পশ্চিমবঙ্গ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সম্পাদক বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী এবং শক্তি প্রতাপ সিং।এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আইনজীবী জিল্লুর রহমান এবং বিদ্যুৎ কান্তি সিংহ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিলওয়ার হোসেন খান জাকির। এদিনের সভায় শাসক বিজেপি সিপিএম ও কংগ্রেস দল থেকে মোট ১৭পরিবারের ৫৭ জন ভোটার আশীষ লাল সিংহের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রত্যেকেই বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠা করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

কাঞ্চনবাড়িতে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ কোন অঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি। রাজ্যের জনগণের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষায় ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। আজ ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়িতে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সবুজ পতাকা নেড়ে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের অন্তিমব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও আধুনিকতার সাথে এক নতুন দিশায় এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা।

উন্নয়নের নিরিখে বিগতদিনের সঙ্গে তুলনা টানলেই এর মূল্যায়ন করা সম্ভব। প্রতিটি অংশের সার্বিক কল্যাণের সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্বাসই প্রত্যাশা পূরণের পথকে সুগম করে। এই অঞ্চলের মানুষের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কাঞ্চনবাড়ি অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা কেন্দ্রটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রটি চালু হওয়ার ফলে ফটিকরায় কাঞ্চনবাড়ি সহ পার্শবর্তী বিভিন্ন এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বলেন, রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশার প্রতি দায়বদ্ধতা স্বরূপ বিভিন্ন অংশে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ফটিকরায়ের অঞ্চলের মানুষের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে ও স্থানীয় বিধায়কের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে কাঞ্চনবাড়িতে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা কেন্দ্রের সূচনা করা সম্ভব হয়েছে। আগামীদিনে এই কেন্দ্রটির আরও পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিষেবার প্রসারে দপ্তর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করবে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা বলেন, পরিষেবা প্রদানে আধুনিকীকতা আনার উপর গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে দপ্তর। এক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন সহ কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। শিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস, বিধায়ক সুধাংশু দাস, অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক উত্তম কুমার চাকমা, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস প্রমুখ।

চাকমঘাটে হরিণের মাংস বিক্রির অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।